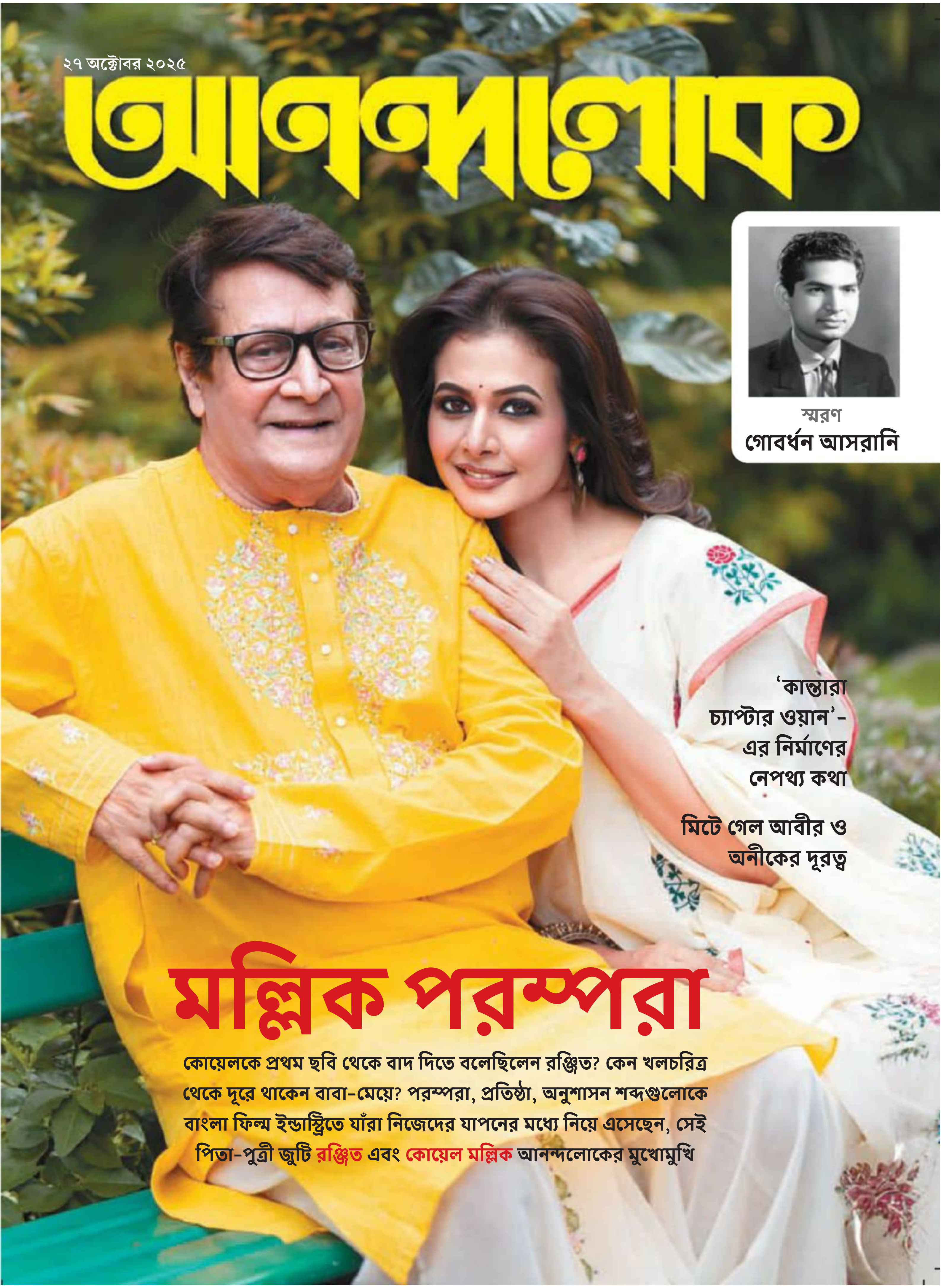
২৭ অক্টোবর ২০২৫

আনন্দলোক



স্মরণ

গোবর্ধন আসরানি

‘কান্তারা চ্যাপ্টার ওয়ান’-এর নির্মাণের নেপথ্য কথা

মিটে গেল আবীর ও অনীকের দূরত্ব

মল্লিক পরম্পরা

কোয়েলকে প্রথম ছবি থেকে বাদ দিতে বলেছিলেন রঞ্জিত? কেন খলচরিত্র থেকে দূরে থাকেন বাবা-মেয়ে? পরম্পরা, প্রতিষ্ঠা, অনুশাসন শব্দগুলোকে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যাঁরা নিজেদের যাপনের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, সেই পিতা-পুত্রী জুটি রঞ্জিত এবং কোয়েল মল্লিক আনন্দলোকের মুখোমুখি


বত্রিশ পাটি দাঁত
গল্প রচনায়
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
গল্পপাঠে
অম্বরীশ ভট্টাচার্য
শুনুন আরও আনন্দ-র 'পডকাস্ট' বিভাগে।
ইনস্টল করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই পডকাস্ট-সহ
বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২৭ অক্টোবর ২০২৫

কভার ড্রাইভ



৬

মল্লিক পরম্পরা

পরম্পরা, প্রতিষ্ঠা, অনুশাসন শব্দগুলো শুনলে একটি বিশেষ হিন্দি ছবির কথা মনে পড়ে, তাই না? তবে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এই তিনটি শব্দকে যাঁরা নিজেদের যাপনের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, তাঁরা রঞ্জিত এবং কোয়েল মল্লিক। বাবা মেয়ের কড়া সমালোচক, মেয়ে বাবার প্রতি মুগ্ধ। আনন্দলোক-এর সামনে মনের কথা বললেন তাঁরা

জুম ইন

কীভাবে সিরিয়াস অভিনেতা হয়ে গেলেন কমেডির মুখ? স্মরণে গোবর্ধন আসরানির বর্ণময় জীবন



২২



স্টাইলোমিটার

ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের রজত জয়ন্তী ৪৬

প্রচ্ছদ: রঞ্জিত ও কোয়েল মল্লিক

ফোটো: অভি নস্কর, মেকআপ: বাবুসোনা সাহা, হেয়ার: গিনি
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা, পোশাক: হাউজ় অফ তনয়
গয়না: গয়না বাই সুরজিৎ, ফুড পার্টনার: চাওম্যান, ইলিশ ট্রুলি বং

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

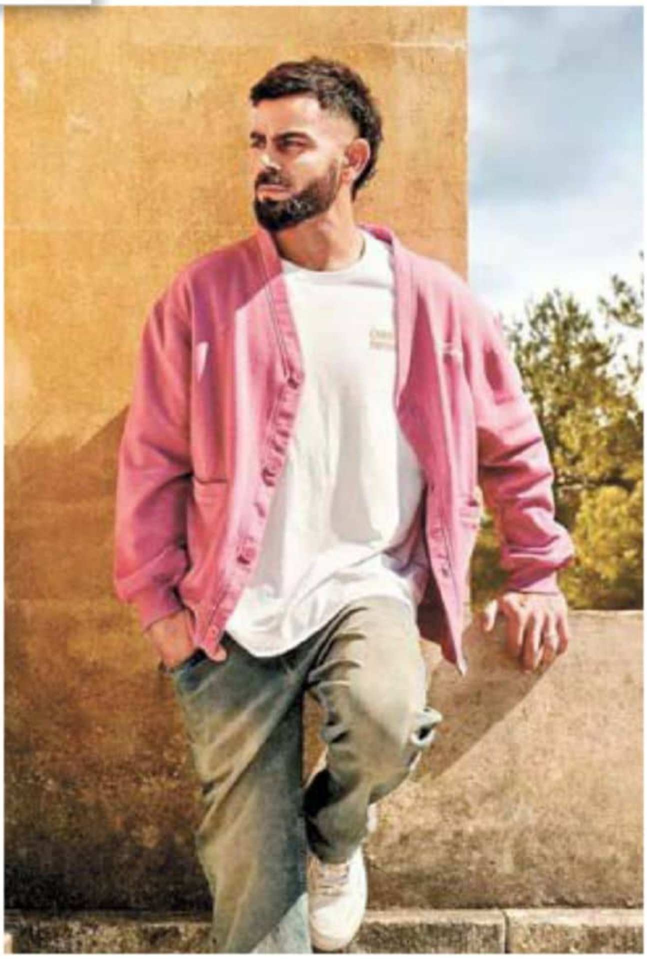
মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 19th
RNI Regd No. 27039/74



■ বিরাট কোহলি

ভেগানপ্রেমীরা অবাক করল

প্রতিবেদনের নাম ‘ভেগান বিপ্লব’ সার্থক। সত্যিই বিপ্লব! বিরাট-অনুষ্কা কিনা সাপের বিকল্প হিসেবে স্নেক গোর্ড নামের সব্জিকে বেছে নিয়েছেন? এমন কথা পড়ে অবাক হচ্ছি। এবং প্রতিবেদনের শেষে প্রোটিন-ভিটামিনের যে ঘাটতির কথা বলা হয়েছে, আমি সেটার সঙ্গে সহমত।

সৈকত রায়, হাওড়া



এগিয়ে ছবি

আনন্দলোকে হলিউড নিয়ে বড় প্রতিবেদন খুব কম পড়েছি। মাঝে মধ্যে এরকম কিছু লিখলে আমাদের মতো পাঠকদের স্বাদ বদল হয়। এবারের কভার স্টোরিতে ছবিকে এগিয়ে রাখব। টিমোথি, জেন্ডায়া, সিডনিদের মতো নতুন প্রজন্মের তারকাদের জীবন বেশ মনোগ্রাহী। তাই হলিউড প্রসঙ্গে এরকম আরও প্রতিবেদন লিখলে ভাল হয়।

দেবশ্রী বসাক, যাদবপুর

আরও গভীরে

প্রিয়ঙ্কা চোপড়া আমার পছন্দের অভিনেত্রী। তাঁকে নিয়ে নতুন ধাঁচের কোনও লেখা অবশ্যই আমার ভাল লাগার মতোই। কিন্তু জোনাস পরিবারের বাকি পুত্রবধূদের নিয়ে আরও একটু বিশদে জানতে পারলে ভাল হত। অন্দরের গল্পটা একটু বাকি থাকল।

সম্পূর্ণা লাহা, বাঁকুড়া

শেষ কোথায়?

পুজোর বাংলা ছবি নিয়ে যে তরজা শুরু হয়েছে, তা এখন সাধারণ মানুষও জানে। প্রতিবেদন পড়ে অবশ্যই একটা গোছানো ধারনা পাওয়া গেল। কিন্তু ওই চারটে বাংলা ছবির নির্মাতারা বা অভিনেতাদের মতামত জানতে পারলে ভাল হত।

পূর্বা বিশ্বাস, বারাসত

তমন্নার অপেক্ষায়

এবারের স্টাইলোমিটারে দিওয়ালির মরশুম। শরারার বর্ণনা দিয়ে শুরু করে বলি নায়িকাদের শরারা-সফর, এক কথায় উজ্জ্বল। কিন্তু শরারায় আরেকজনকেও বেশ মানায়, তিনি হলেন তমন্না ভাটিয়া। স্টাইলোমিটারে তমন্নাকে দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

নন্দিনী দত্ত, গড়িয়া



■ আলিয়া ভাট



■ প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে নিক ও তাঁর বাবা-মা



■ ‘রঘু ডাকাত’ ছবির পোস্টারে দেব

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in



মল্লিক পরম্পরা

পরম্পরা, প্রতিষ্ঠা, অনুশাসন শব্দগুলো শুনলে একটি বিশেষ হিন্দি ছবির কথা মনে পড়ে, তাই না? তবে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এই তিনটি শব্দকে যাঁরা নিজেদের যাপনের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, তাঁরা **রঞ্জিত** এবং **কোয়েল মল্লিক**। বাবা মেয়ের কড়া সমালোচক, মেয়ে বাবার প্রতি মুগ্ধ। তাঁদের রসায়ন চাক্ষুষ করলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

রঞ্জিত মল্লিককে নিয়ে যেহেতু ফোটোশুট, তাই কোয়েল চাইলেন তাঁর বাড়িতেই হোক সবকিছু। ৮২ বছর বয়সি বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করতে চান না তিনি। ঘড়ির কাঁটা ধরে রঞ্জিত কোয়েলের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন, ধুতি পাঞ্জাবি পরে যখন নীচে নামলেন, তখন সঙ্গে কোয়েল এবং জামাই নিসপাল সিংহ। নিসপাল শুধু রঞ্জিতকে নীচে ছাড়তেই এসেছেন।

রঞ্জিত শুটিং ক্রুকে তো বটেই, বিল্ডিংয়ের সিকিয়োরিটির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদেরও হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। গোটা ফোটোশুটে বাবার প্রতি যত্নশীল মেয়ে হয়ে রইলেন কোয়েল। বাবার কাশি নিয়ে তিনি চিন্তিত। আর রঞ্জিতের সেন্স অফ হিউমরে কুপোকাত শুটিংয়ের ক্রু। যেভাবে তিনি কোয়েলের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে রসিকতায় মেতে উঠছেন, তাতে না হেসে উপায় নেই। শুট শেষে





ফোটো: অভি নস্কর
মেকআপ: বাবুসোনা সাহা
হেয়ার: গিনি
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: হাউজ় অফ তনয়
গয়না: গয়না বাই সুরজিৎ
ফুড পার্টনার: চাওম্যান, ইলিশ ট্রুলি বং



■ 'স্বার্থপর' ছবির একটি দৃশ্যে কোয়েল এবং রঞ্জিত

যখন সাক্ষাৎকারের জন্য বাবা-মেয়ে বসলেন, তখন এক অবাধ্য প্রজাপতি ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগল। একটা সময় গিয়ে সে-ও শান্ত হয়ে বসল রঞ্জিতের পায়ের কাছে। শুরু হল কথোপকথন।

১৬ বছর পর আপনারা একসঙ্গে 'স্বার্থপর' ছবিতে অভিনয় করলেন। ১৬ বছরের অন্তরটা কেন?

রঞ্জিত: সেরকম প্ল্যান করে কিছু করিনি। বাবা-মেয়ে বলে একসঙ্গে ছবি করতেই হবে, এমন কোনও ব্যাপার নেই। মাঝখানে আমি কাজ করা ছেড়েই দিয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, এমন কোনও গল্প আসেনি। এই ছবির গল্পটা খুবই সেন্টিমেন্টাল করে দিয়েছিল আমাকে। আমার যে চরিত্রটা, সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। তাই রাজি হলাম। এর পিছনে আর কোনও কারণ নেই।

কোয়েল: জি কে লাহা, বাবার চরিত্রটা যখন লেখা হয়, সেটা পড়ে গোটা টিমের মনে হয়েছিল বাবার কথা। অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ একটি চরিত্র। যাকে বলে ম্যান অফ প্রিন্সিপল। এমন একটা চরিত্রে আমরা কেউ বাবা ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে পারিনি। খুব ভয়ে ভয়ে বাবাকে বলেছিলাম, 'প্লিজ় একটু পড়ে দেখো।' জোর তো করতে পারি না। বাবা সত্যিই এখন তো তেমন কাজ করেন না, হতেই পারে বাবার স্ক্রিপ্ট ভাল লাগল না, না করে দিল। কিন্তু বাবারও গল্পটা খুবই পছন্দ হয়। বাবা রাজি হওয়াতে সকলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

"অনেক আগে প্রভাতকাকু, মানে পরিচালক প্রভাত রায় মা-বাবাকে বলেছিলেন আমাকে কাস্ট করার কথা। সেটা আমাকে ওরা বলেইনি।" *– কোয়েল*

কোয়েল যেমন বললেন এই চরিত্রটা 'ম্যান অফ প্রিন্সিপল'। বাংলা ছবিতে এই ন্যায়নিষ্ঠ, ম্যান অফ প্রিন্সিপল চরিত্রগুলোর কথা উঠলে প্রথমেই রঞ্জিত মল্লিকের নামটা উঠে আসে। পরবর্তীকালে কোয়েলের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, 'ভাল মেয়ে'র চরিত্রই তিনি বেছে নিয়েছেন। খলচরিত্রে তাঁকেও দেখা যায়নি। কখনও পর্দায় খারাপ মানুষ হতে ইচ্ছে করেনি?



■ মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' রঞ্জিতকে জিতিয়েছিল আন্তর্জাতিক পুরস্কার



■ 'শাখা প্রশাখা'র সেটে রঞ্জিতকে দৃশ্য বোঝাচ্ছেন সত্যজিৎ রায়



■ কোয়েলের প্রথম ছবি 'নাটের গুরু'-তে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করেন বাবা-মেয়ে



■ ২০০৪ সালে মল্লিকবাড়ির লক্ষ্মীপুজোয় কোয়েল, রঞ্জিত ও দীপা মল্লিক

রঞ্জিত: খারাপ তো হয়েছিলাম। আমারও মনে হয়েছিল, বরাবর ভাল লোকের পার্ট করি, অভিনেতা হিসেবে একটা ভেরিয়েশন দরকার তো। একটা খারাপ লোকের পার্ট করে দেখি! 'ঈশ্বর পরমেশ্বর' ছবিতে এক খারাপ জমিদারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। এক্কেবারে ডাহা ফ্লপ! দর্শকই আমাকে খারাপ লোকের চরিত্রে একেবারে গ্রহণ করেনি।

কোয়েল: দর্শক বাবাকে খারাপ মানুষ হিসেবে দেখতে চায় না।

রঞ্জিত: দেখুন, আমি তো দর্শকের জন্য ছবি করি। একটা মজার ঘটনা বলি, 'ঈশ্বর পরমেশ্বর' রিলিজ় করার পরের ঘটনা। একদিন গাড়ি করে কোথাও যাচ্ছি, লেভেল ক্রসিংয়ে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। পাশে একটা চায়ের দোকান, সেটা মহিলারা চালান। সেই মহিলারা আমাকে দেখে গাড়ির জানলার কাছে এসে বললেন, 'ছি ছি ছি, আপনাকে তো ভদ্রলোক বলে জানতাম!' তখনই আমি ঠিক করি, আর জন্মে ওরকম চরিত্রে অভিনয় করব না। দু' ধরনের চরিত্রে আমি অভিনয় করলে ছবি ফ্লপ করবে। এক, যদি আমি খারাপ লোক হই। দুই, যদি অসহায় মানুষ হই। অসহায় কোনও মানুষের চরিত্রেও মানুষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করে।

"দু'ধরনের চরিত্রে আমি অভিনয় করলে ছবি ফ্লপ করবে। এক, যদি আমি খারাপ লোক হই। দুই, যদি অসহায় মানুষ হই... তাই 'ঈশ্বর পরমেশ্বর'-এ আমাকে দর্শক একদম প্রত্যাখ্যান করেছে। ছবি ডাহা ফ্লপ!" *– রঞ্জিত*

কোয়েল: আমি নেগেটিভ রোল করব না, এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু সত্যিই এমন কোনও নেগেটিভ চরিত্র আমার কাছে আসেনি, যেটা আমাকে আকর্ষণ করেছে। আমি এমন চরিত্রই করি, যেটা আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। না হলে দর্শককে বিনোদন দেব কী করে? আমি মানুষটা যেহেতু খুব পজ়িটিভ, যার একটা জোরাল কণ্ঠ রয়েছে, তাই হয়তো আমাকে ওই ধরনের চরিত্রই টানে। আজ যখন আমি ফিরে দেখি, সত্যিই তো অনেক ধরনের চরিত্র করেছি, কিন্তু সবই পজ়িটিভ, স্ট্রং। নেগেটিভ চরিত্রের মধ্যে যদি একটা মোটিভেটিং ফ্যাক্টর থাকে, যদি তার মাধ্যমে আমি একটা ভাল বার্তা দিতে পারি, তবেই করব। শুধু খলচরিত্র করতে হবে বলে করব না।

বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যখন ধুঁকছিল, তখন রঞ্জিতবাবু কাঁধে অনেকটা দায়িত্ব নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখার কাজটি করেছিলেন। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই কি 'নাটের গুরু'র সময় হরনাথ চক্রবর্তীকে বলেছিলেন কোয়েলকে বাদ দিয়ে দিতে?

রঞ্জিত: দেখুন, সিনেমাটা কোনও ফাজলামির জায়গা নয়। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। প্রযোজকের অনেক টাকা লগ্নি থাকে। দ্বিতীয়ত, কোয়েল যদি কাজটা করতে না পেরে ব্যর্থ হয়, তা হলে খুব কষ্ট পাবে। বাবা হিসেবে ওর সেই দুঃখটা আমার পক্ষে দেখা কষ্টকর। ফলে সব দিক ভেবেই হরনাথকে বলি, দু'দিন দেখে নিন পারছে কিনা। যদি মনে হয় ও কাজটা ভাল পারছে না, সোজা বের করে দেবেন। পরে কোয়েল জানতে পেরে খুব কেঁদেছিল, বলেছিল, 'বাবা তুমি নিজের মেয়েকে বের করে দিতে বললে!'

কোয়েল: শুটিংয়ের সময় ভাগ্যিস এই ঘটনাটা জানতে পারিনি! বেশ দু'-তিনমাস ধরে 'নাটের গুরু'র প্রস্তুতি হয়েছিল। তখনই বাবা হরকাকুকে বলেছিলেন কথাটা। সেটা হরকাকু শুটিংয়ের একদম শেষের দিকে আমাকে বলেছিলেন। তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম যে বাবা এরকম বলল! পরে একটা আত্মতুষ্টিও

অনুভব করেছিলাম। মানে দর্শক যে আমাকে গ্রহণ করেছেন, সেটা আমার যোগ্যতাতেই। বাবা আমার হয়ে কারও কাছে আবেদন তো করেনইনি, উল্টে আমাকে বাদ দিতে বলেছিলেন! এটা শিল্পী হিসেবে আমার কাছে আত্মতুষ্টি এবং প্রত্যয়ের জায়গা।

‘নাটের গুরু’ থেকে ‘স্বার্থপর’ অবধি আপনাদের যে যাত্রা, সেখানে রঞ্জিতবাবু কোয়েলের মধ্যে কী পরিবর্তন দেখলেন? একসঙ্গে অভিনয় করার সময় কি নিজেকে অভিনেতার জায়গায় রাখতে পারেন, নাকি বাবা হিসেবে মেয়ের কাজের প্রতি একটা শাসন করার জায়গা চলে আসে?

রঞ্জিত: ও বাবা, ‘নাটের গুরু’র সময় তো ওর জন্য আমার অভিনয় খারাপ হয়ে গিয়েছে, ওর দিকে নজর দিতে গিয়ে। হয়তো শট দিচ্ছি রাগের, রাগের এক্সপ্রেশন দেওয়ার কথা। কিন্তু আমার মুখে চিন্তা! কোয়েল ঠিক করে পারছে তো? তখন আমি ওকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম যে, সিরিয়াস হতে হবে। একশোয় একশো দিতে হবে। আমার নামে একটা-দুটো ছবিতে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় ছবিতে

“‘নাটের গুরু’র সময় তো কোয়েলের জন্য আমার অভিনয় খারাপ হয়ে গিয়েছে! ওর দিকে নজর দিতে গিয়ে। সবসময় চিন্তা হত, কোয়েল পারছে তো?” – *রঞ্জিত*



■ ‘ঈশ্বর-পরমেশ্বর’ ছবিতে রঞ্জিত



ফোটো: অভি নস্কর
মেকআপ: বাবুসোনা সাহা
হেয়ার: গিনি
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: হাউজ় অফ তনয়
গয়না: গয়না বাই সুরজিৎ
ফুড পার্টনার: চাওম্যান, ইলিশ ট্রুলি বং

আর পাবে না। কত বড় বড় অভিনেতার ছেলেমেয়েরা ফেল করেছে, আমি তো কোন ছার।

কোয়েল: তুমি কেন ভাবলে তোমার বলার জন্য আমি সিরিয়াস হয়েছি? হতেই তো পারে আমি এমনিই সিরিয়াস ছিলাম!

রঞ্জিত: ও বাবা... মেয়ের কথা শোনো! বাবা হিসেবে মেয়েকে সাবধান করব না?

কোয়েল: যখন হরকাকুর অফারটা আসে, তখন আমি সাইকোলজি নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। তারও অনেক আগে প্রভাতকাকু, মানে পরিচালক প্রভাত রায় মা-বাবাকে বলেছিলেন আমাকে কাস্ট করার কথা। সেটা আমাকে ওরা বলেনি। কারণ চেয়েছিল মেয়ে আগে লেখাপড়া শেষ করুক। ওটাও আমি অনেক পরে জানতে পারি। বাবা প্রথমদিনই আমাকে বলেছিল যে, 'এখানে কিন্তু কেউ রেয়াত করবে না। রেজ়াল্ট আউটের দিন সকলে জানবে তুমি ফেল করেছ।' গ্ল্যামারটা শুধু বাইরের। ভেতরের লড়াইটা খুব কঠিন।

রঞ্জিত: তবে 'স্বার্থপর'-এ আমার ওর সঙ্গে অভিনয় করতে কোনও সমস্যা হয়নি। ওর কোনও ভুল আমার চোখে পড়েনি। তাই নিজের অ্যাকটিংয়ে মন দিতে পেরেছি। আগে সব ছবিতেই আমার ওর অ্যাক্টিংয়ে মনে হয়েছে, এটা ডিফেক্ট, ওটা ডিফেক্ট। তাই বলিনি। এবার সেরকম কোনও ভুল চোখে পড়েনি।

কোয়েল: কীভাবে বলল দেখলেন? 'কোনও ভুল করেনি...' তা-ও 'ভাল' কিছুতেই বলবে না! ঈশ্বরকেও খুশি করা সম্ভব, কিন্তু বাবাকে নয়!





■ নাতি কবীরের সঙ্গে রঞ্জিতের ভাসান নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়

> "সকলকে এক বাড়িতে বাসস্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। আমি নিজেই তো কাজের সুবিধের জন্য স্টুডিয়ো পাড়ার কাছে টালিগঞ্জে চলে এলাম। কিন্তু তাতে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ কমেনি কোনওদিন।" *– রঞ্জিত*

সম্পত্তি, পৈতৃক বাড়ির ভাগ তো 'স্বার্থপর'-এর গল্পের উপজীব্য। আপনারা মল্লিকবাড়ির মানুষ। ১০১

বছরের দুর্গাপুজো হল ক'দিন আগেই। এই যৌথ পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কারণে, মূলত পরিসরের অভাবে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র সংসার পাতেন। রঞ্জিতবাবুও করেছেন। 'হাঁড়ি আলাদা হওয়া'র পরও যৌথ পরিবারের পরম্পরা ধরে রাখা সম্ভব হয় কি?

রঞ্জিত: আমাদের ভবানীপুরের বাড়ি ১৫০ বছর আগে তৈরি। তখন তো এত লোকসংখ্যা ছিল না। ফলে যখন সকলের পরিবার বাড়ল, সকলকে একটা বাড়িতে বাসস্থান দেওয়া সম্ভব হল না। ফলে সাত-আটটা আলাদা বাড়ি তৈরি হল। আমি নিজেই তো কাজের সুবিধের জন্য স্টুডিয়োপাড়ার কাছে টালিগঞ্জে চলে এলাম। কিন্তু তাতে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ কমেনি কোনওদিন। ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ দেব যে, আমরা ভাইবোনরা এই শিক্ষাতেই বড় হয়েছি। চুলচেরা হিসেবে কোনওদিন যাইনি। তুই পাঁচ দিলে, আমিও পাঁচ দেব। ও কেন কম, আমি কেন বেশি... এসব আমাদের মধ্যে কোনওদিন ছিল না। যার বেশি আছে, সে বেশি দেবে। যার কম, সে কম দেবে। আর যার নেই, তাকে সকলে

"কাব্য তো খুবই ছোট। শাসন বিষয়টা ওর ক্ষেত্রে খাটে না। কিন্তু কবীরকে আমি কিছু বললেই বাবা বলে, তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস!" *– কোয়েল*

মিলে দেবে। মিলেমিশে থাকতে হবে। আমাদের পরিবারের লোক বিলেতে থাকুক, অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক, আফ্রিকায় থাকুক, পুজোয় ঠিক বাড়িতে চলে আসবেই।

কোয়েল: আমি সেই শিক্ষা দুই ছেলেমেয়েকেও দিতে চাই। যে অন্যের জুতোয় পা গলিয়ে ভাবতে শেখো। শুধু নিজের কথা না ভেবে অন্যের দিকটাও ভেবে দেখো। কারণ আনন্দ বাড়ে, যদি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়।

যৌথ পরিবার থেকে রঞ্জিতবাবুর অভিনয়ে আসা নিয়ে বিরোধিতা আসেনি?

রঞ্জিত: বাবা একটু কনজ়ারভেটিভ ছিলেন। প্রথমদিকে ওঁর খুব একটা ইচ্ছে ছিল না আমি সিনেমায় আসি। আমাদের বাড়িতে সকলে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার,



ফোটো: অভি নস্কর
মেকআপ: বাবুসোনা সাহা
হেয়ার: গিনি
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: হাউজ় অফ তনয়
গয়না: গয়না বাই সুরজিৎ
ফুড পার্টনার: চাওম্যান, ইলিশ ট্রুলি বং





প্রথমবার মেয়ে কাব্যকে নেটিজেনদের সামনে নিয়ে আসেন কোয়েল, মল্লিকবাড়ির পুজোতেই

"প্রডাকশন যদি খুব বড় হয়, বিশাল একটা সেট হয়... তার প্রতিদিনের ভাড়া অনেক। সেটা আমি যদি শেষ মুহূর্তে বলি আট ঘণ্টার বেশি কাজ করব না, তা হলে অনেক টাকার লোকসান হতে পারে" *– কোয়েল*

গবেষক... কিন্তু কেউ অভিনেতা ছিল না। ফলে বাবার খুঁতখুঁতানি ছিল। ফিল্মের জগৎ সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা ছিল না। পরে মা আর দাদা বোঝায় যে, মৃণাল সেনের মতো ডিরেক্টরের ছবি ('ইন্টারভিউ', ১৯৭১) করছে, এতে খারাপ কী আছে! করুক না! তো বাবা নিমরাজি হলেন। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে, প্রথম ছবিতেই আমি চেকোস্লোভাকিয়ার কারলভি ভ্যারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাক্টরের পুরস্কার পাই। তখন চারিদিক থেকে সকলে বাবাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন যে, তোমার ছেলে এরকম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে... তখন বাবার মনটা ঘুরে গেল। অ্যাক্টিং করা তো আর খারাপ কিছু নয়। আমার বাবা আমার চেয়ে ভাল অভিনেতা ছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তনীদের নাটকে বাবার অভিনয় দেখেছি। বাবা ল'ইয়ার ছিলেন। হাইকোর্টে তো পুজোর ছুটির সময় প্রতিবছর নাটক হত, সেখানে বাবার অ্যাক্টিং দেখেছি। দারুণ!

কোয়েল: সাংস্কৃতিক একটা পরিমণ্ডল তো ছিলই বাড়িতে। আমি পাঁচ বছর বয়স থেকে ওড়িশি শিখেছি। বাবা শুটিং থেকে ফিরলে আমরা রোজ মল্লিকবাড়ি যেতাম। সন্ধেবেলা ওখানে দাদু বাঁশি বাজাতেন, আর নাতি-নাতনিদের বলতেন গান গাইতে, কবিতা বলতে। খুব ভাল কবিতাও লিখতেন দাদু। দাদু বাঁশি বাজালে, আমিও নাচতে শুরু করতাম।

দীপিকা পাড়ুকোন সম্প্রতি সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন, আট ঘণ্টার শিফট দাবি করে। এর আগে কোনও 'অভিনেত্রী' এমন দাবি করেননি। যদিও পুরুষ তারকারা নাকি এমন নিয়মে কাজ করেন আগে থেকেই। এই বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

কোয়েল: আপনি বোধহয় যেটা বলতে চাইছেন, সেটা মা হওয়ার পর দীপিকার এমন দাবি ন্যায্য কিনা। একজন কর্মরত মা হিসেবে

তো ওঁর দাবিটা সঙ্গত এবং আমি ওঁর পক্ষেই। কিন্তু এটা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ধরুন, প্রডাকশন যদি খুব বড় হয়, বিশাল একটা সেট, তার প্রতিদিনের ভাড়া অনেক। তাতে আমি যদি শেষ মুহূর্তে বলি আট ঘণ্টার বেশি কাজ করব না, তা হলে অনেক টাকার লোকসান হতে পারে। এই কথাবার্তাগুলো আগে থেকে বলে নেওয়া ভাল। পরিচালক-প্রযোজকরা রাজি হলে, তাঁরা দীপিকার সঙ্গে কাজ করবেন। না হলে অন্য কাউকে নেবেন! দীপিকাও অন্য কারও সঙ্গে কাজ করবেন। তবে এটা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। মেকআপ, হেয়ার, কস্টিউম নিয়ে রেডি হওয়ার সময়টা আটঘণ্টার মধ্যে পড়ছে কিনা, জানি না। সেসব ধরে নিলে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সময়টুকু আর কতটা থাকে? ফলে প্রডাকশন কস্ট সেক্ষেত্রে বেড়ে যায়। এগুলো পারস্পরিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের বিষয়। দীপিকার

> “উত্তমদার চেয়ে বড় তো কেউ নেই। অল টাইম গ্রেট! তাঁর নামের সঙ্গে তো কোনওদিন স্টার, সুপারস্টার, মেগাস্টার বসেনি, বসাতে হয়নি।” *– রঞ্জিত*

দিকটা যেমন ঠিক, প্রযোজকের দিকটাও ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

এখন তো অভিনেতারাদের নামের আগে ‘সুপারস্টার’, ‘মেগাস্টার’ বিশেষণ বসছে। কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাও এই বিশেষণগুলো বসিয়ে নিচ্ছেন। রঞ্জিতবাবু নিজেকে স্টার মনে করেন? আট-নয়ের দশকে তো আপনি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।

রঞ্জিত: আমাদের সময় এসব ছিল না। আমি তো নিজেকে স্টার মনে করিনি কোনওদিন। কাজ করব, মন দিয়ে, যাতে ইন্ডাস্ট্রির ভাল হয়। এমনভাবেই আমরা ভাবতাম। আমি তো উত্তমকুমারের সঙ্গে কাজ করেছি। উত্তমদার চেয়ে বড় তো কেউ নেই।

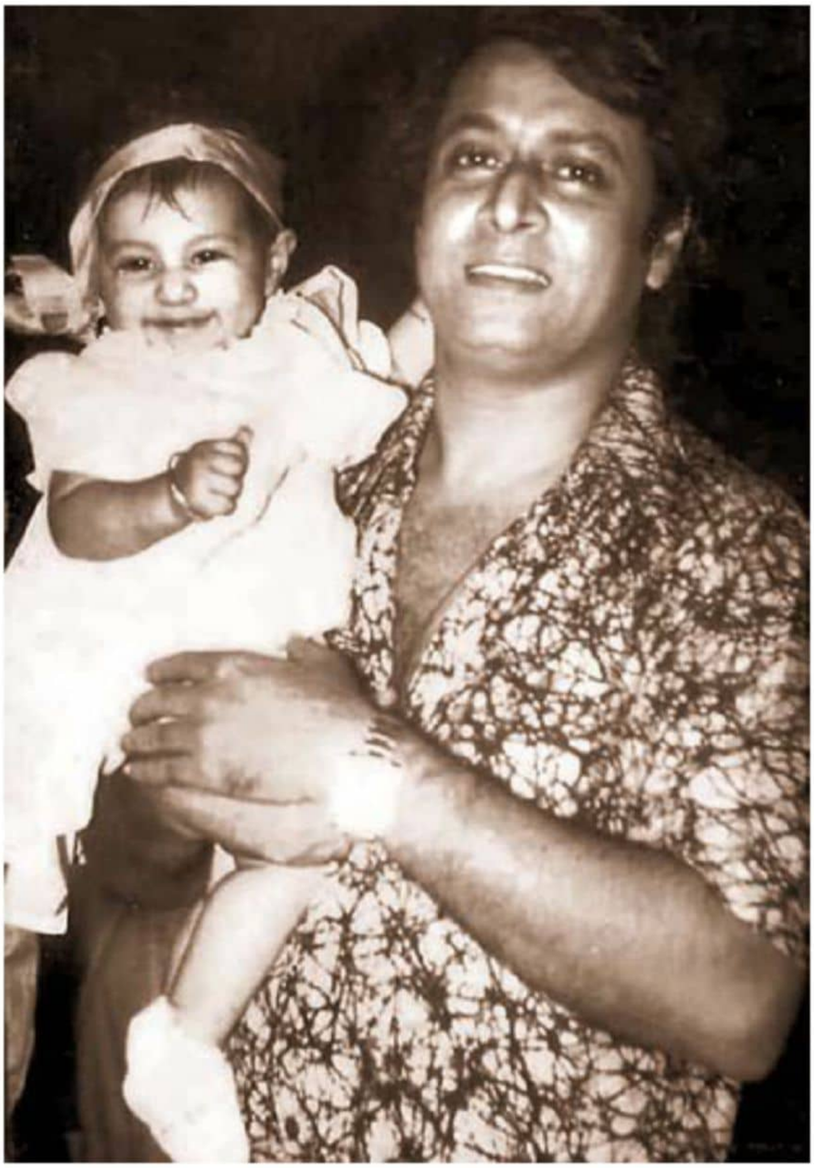


ফোটো: অভি নস্কর
মেকআপ: বাবুসোনা সাহা
হেয়ার: গিনি
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: হাউজ় অফ তনয়
গয়না: গয়না বাই সুরজিৎ
ফুড পার্টনার: চাওম্যান, ইলিশ ট্রুলি বং





■ ‘মৌচাক’ ছবির দৃশ্যে রঞ্জিত, সাবিত্রী এবং উত্তমকুমার। ছবিটি গতবছর পঞ্চাশ বছর পার করেছে



■ ছোট্ট কোয়েলকে কড়া শাসনে মানুষ করেছেন রঞ্জিত

কাব্য খুবই ছোট। শাসন বিষয়টা ওর ক্ষেত্রে খাটে না। কিন্তু কবীরকে আমি কিছু বললেই বাবা বলে, ‘তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস!’ বাবা ভুলে গেছে...’’ **– *কোয়েল***

অল টাইম গ্রেট! তাঁর নামের সঙ্গে তো কোনওদিন স্টার, সুপারস্টার, মেগাস্টার বসেনি, বসাতে হয়নি। আজকাল সময় পাল্টেছে, যে যার মতো স্টার বসাচ্ছে! এতে আমার কিছু বলার নেই। ওদের ভাল লাগছে, ওরা বলছে! সময় পাল্টাবেই। আমি এসবে বিশ্বাস করি না।

কোয়েলের সন্তানরা অর্ধেক বাঙালি, অর্ধেক পঞ্জাবি। কবীর এবং কাব্যর মধ্যে কতটা বাঙালিয়ানা রয়েছে?

রঞ্জিত: ও বাবা, কবীর তো স্কুলে কিছুদিন আগে ‘সার্থক জনম আমার’ কবিতা আবৃত্তি করল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে বাংলা, হিন্দি আর ইংরেজি, তিনটে ভাষাতেই গড়গড়িয়ে কথা বলতে শিখে গেছে। কিন্তু পঞ্জাবি ভাষাটা এখনও বলতে পারে না।

কোয়েল: হ্যাঁ, পঞ্জাবিটাই এবার শিখতে হবে ওকে।

বাবার সামনে কবীর আর কাব্যকে কোয়েল শাসন করতে পারেন?

কোয়েল: একদমই না। কাব্য তো খুবই ছোট। শাসন বিষয়টা ওর ক্ষেত্রে খাটে না। কিন্তু কবীরকে আমি কিছু বললেই বাবা বলে, ‘তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস!’

রঞ্জিত: তুই বাড়াবাড়ি করিস তো! বলব না?

কোয়েল: কিন্তু বাবা ভুলে গেছে যে ছোটবেলায় আমাকে কীরকম কড়া শাসনে রাখা হত!

শাসন প্রসঙ্গে পিতা-পুত্রীর খুনসুটি যখন তুঙ্গে, তখন রঞ্জিত বলে উঠলেন, “এই প্রজাপতিটা সবসময় আমার পায়ের কাছে বসেছিল। আমার কি আবার বিয়ে টিয়ে হবে নাকি? তোর মাকে কিন্তু বলিস না...” রঞ্জিতের রসিকতায় তখন পুরো ঘর অট্টহাসিতে মেতে উঠল। মনে পড়ে গেল, গতবছর তাঁর অভিনীত ছবি ‘মৌচাক’ পঞ্চাশ পার করেছে।

১


মুম্বই হোক কিংবা কলকাতা, আপাতত সকলেই মজে উৎসবের আমেজে। তার সঙ্গে কাজ , প্রচার, অ্যাপিয়ারেন্স তো আছেই। সঙ্গে আনন্দলোক

২


৩








১ দিল্লিতে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'থামা'র প্রচারের মাঝে রশ্মিকা মন্দানা ও আয়ুষ্মান খুরানা

২ নতুন বাংলা ছবি 'শ্রী দুর্গা'র ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে প্রাণখোলা হাসি অপরাজিতা আঢ্যর

৩ মুম্বইয়ে ডিজ়াইনার বিক্রম ফডনিসের নতুন কালেকশন লঞ্চ অনুষ্ঠানে স্বমহিমায় উপস্থিত সুস্মিতা সেন

৪ দিওয়ালি সেলিব্রেশনে বাজি হাতে রুক্মিণী মৈত্র ও দেব

৫ দিওয়ালির ছুটিতে বাড়িতে বসে সেলফি রূপম ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী রূপসার

৬ মুম্বইয়ে একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে শাহরুখ খান







৯

১০



৭ মুম্বইয়ে একটি দিওয়ালি পার্টিতে প্রবেশের মুখে চাঙ্কি পাণ্ডের ফোটোশুট

৮ মুম্বইয়ে একটি নতুন সিনে চেন লঞ্চে উপস্থিত আর মাধবন

১১



৯ রাজ কপূরকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে মুম্বইয়ে সুভাষ ঘাইয়ের সঙ্গে রণবীর কপূর

১০ মুম্বইয়ে একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে পোজ় অভিষেক বচ্চনের

১১ মুম্বইয়ে একটি ফ্যাশন ইভেন্টে শো-স্টপার সলমন খান

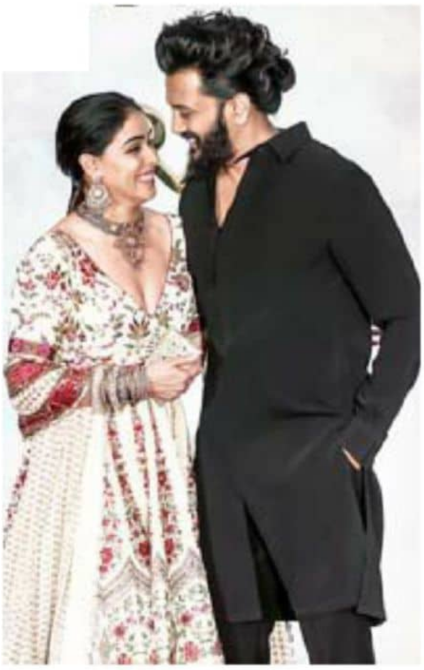
১২ নতুন কাজ শুরুর আগে স্টুডিয়ো থেকে সেলফি জীতু কমলের



১৩ মুম্বইয়ে একটি দিওয়ালি পার্টিতে স্ত্রী জেনেলিয়ার সঙ্গে রিতেশ দেশমুখ

১৪ বড়া পাও খাওয়ার পর শিল্পা শেট্টির মুখের অভিব্যক্তি

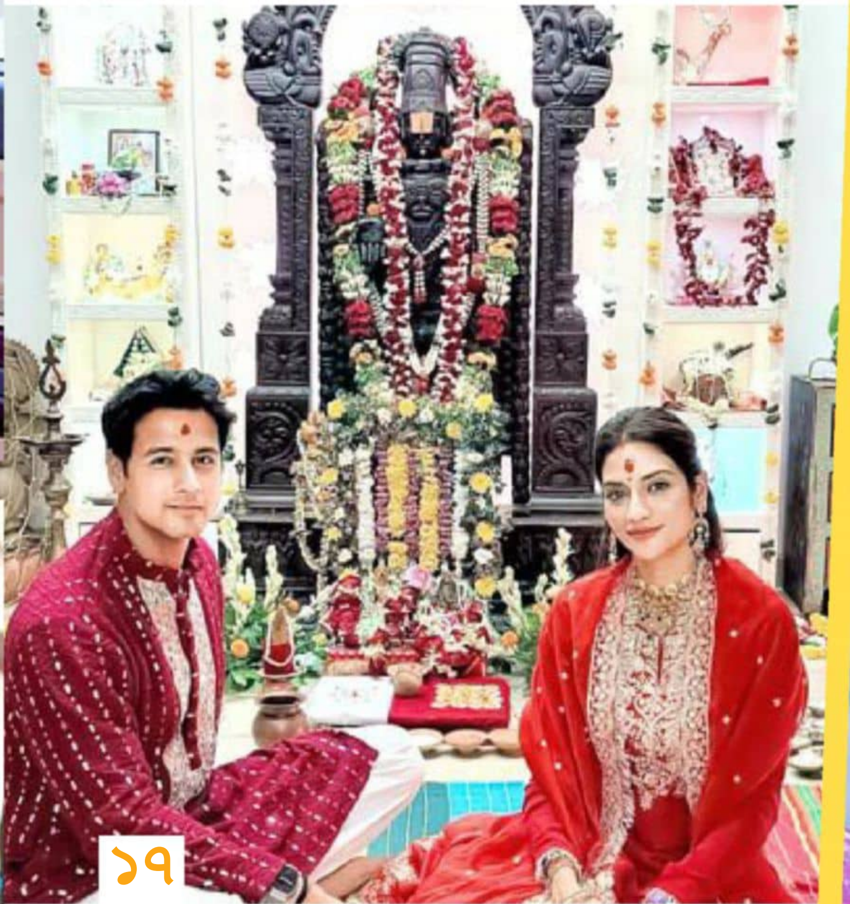
১৫ রিয়্যালিটি শোয়ের মঞ্চে জন্মদিনের কেক কাটলেন কুমার শানু, সঙ্গে জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, রাঘব চট্টোপাধ্যায় ও রূপঙ্কর বাগচী










১৭


১৮

১৬ বাংলা ছবি 'স্বার্থপর'-এর প্রেস মিটে ইন্দ্রজিৎ, কোয়েল, রঞ্জিত মল্লিক ও অনির্বাণ

১৭ বাড়ির কালীপুজো সেলিব্রেশনে যশ ও নুসরত

১৮ মুম্বইয়ে নতুন হিন্দি ছবি 'দে দে পেয়ার দে পার্ট ২'র প্রচারে উপস্থিত রকুলপ্রীত সিংহ



আসরানির পৃথিবীতে

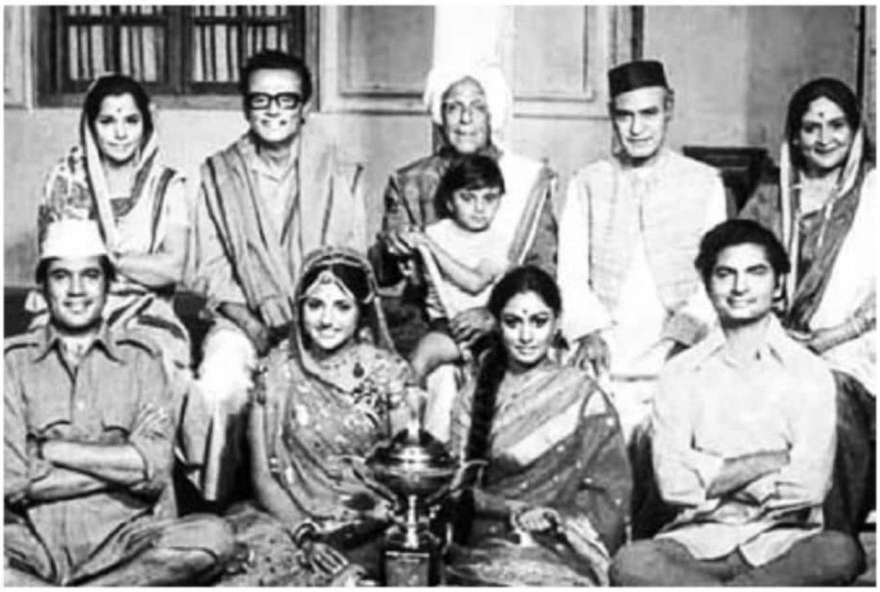
এককালে যে সিনেমার টানে রাজস্থান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, শেষ জীবনে সেই জগৎকেই তিনি দূরে সরিয়ে দিলেন। আসরানির কি মোহভঙ্গ হয়েছিল? প্রয়াত অভিনেতার জীবন ফিরে দেখলেন **সায়ক বসু**

যদি গুগলে সার্চ করেন, তা হলে দেখা যাবে, আসরানি অভিনীত প্রথম ছবির নাম ‘হরে কাঁচ কি চুড়িয়াঁ’। কিন্তু সেটি ঠিক তথ্য নয়। বরং নির্দ্বিধায় বলা যায়, হিন্দি সিনেমার এই অন্যতম জনপ্রিয় কমেডি অভিনেতার জীবনের প্রথম ছবির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক বাঙালি পরিচালকের নাম। ঋত্বিক ঘটক। ঋত্বিক যখন পুণের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার (FTII) অধ্যাপক, তখন ১৯৬৫ সালে তিনি ১৯৬৪-৬৫ সালের অ্যাক্টিং কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন একটি শর্ট ফিল্ম। নাম ‘ফিয়ার’। সেই ছবিতে প্রথমবার আসরানি অভিনয় করেন। অ্যাটম বোম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি আশ্রয় শিবিরের পটভূমিকায় এই ছবিটি তৈরি হয়েছিল। ছবিটি শুরুই হয়েছিল আসরানিকে দিয়ে। তাতে অভিনেতা ছিলেন একজন ক্যাপ্টেনের ভূমিকায়। মূলত নির্বাক অভিনয় করেছিলেন তিনি। তাতে কমেডির লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু তারপর তাঁর সঙ্গে

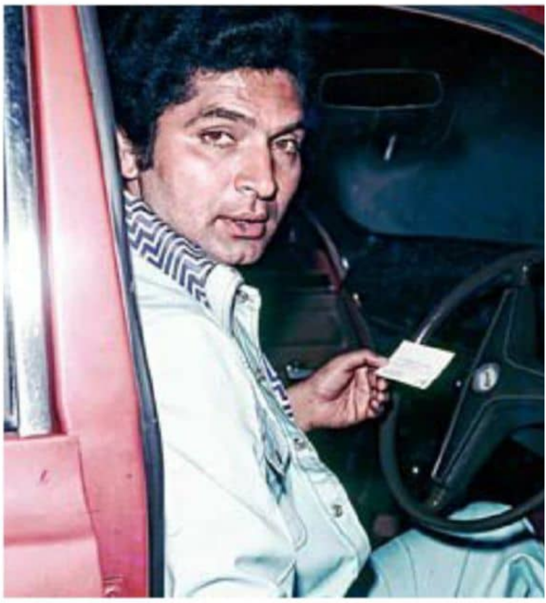


‘চুপকে চুপকে’র সেটে জয়া ভাদুড়ির সঙ্গে

তবে তার মানে এই নয় যে পুত্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা নেই। তিনি এই ছোটটির দায়িত্ব নিজের অন্য ছেলে মেয়েদের দেন। যাই হোক, ছোটবেলা থেকেই গোবর্ধনের ললিতকলার স্ফূরণ দেখতে পাওয়া যায়। রাজস্থানের সেন্ট জ়েভিয়ার্স স্কুলে পড়তেন। ১৫ বছর বয়স থেকেই স্কুলের নাটক, গানে অংশ নিতেন তিনি। জয়পুরে আকাশবাণী কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৫৫ সালে। সেখানে ছোটদের নাটকে অডিশন দিতে গিয়েছিলেন এই খুদে।। যদিও দারোয়ান প্রথম দিন তাঁকে ঢুকতে দেননি। পরিষ্কার জামা পরে এবং নখ কেটে আসতে হয়েছিল। কারণ হিসেবে তাঁকে পরের দিন বলা হয়েছিল, কাজই হল পুজো। সেটা কীভাবে যেন কমেডি সম্পৃক্ত হয়ে গেল।



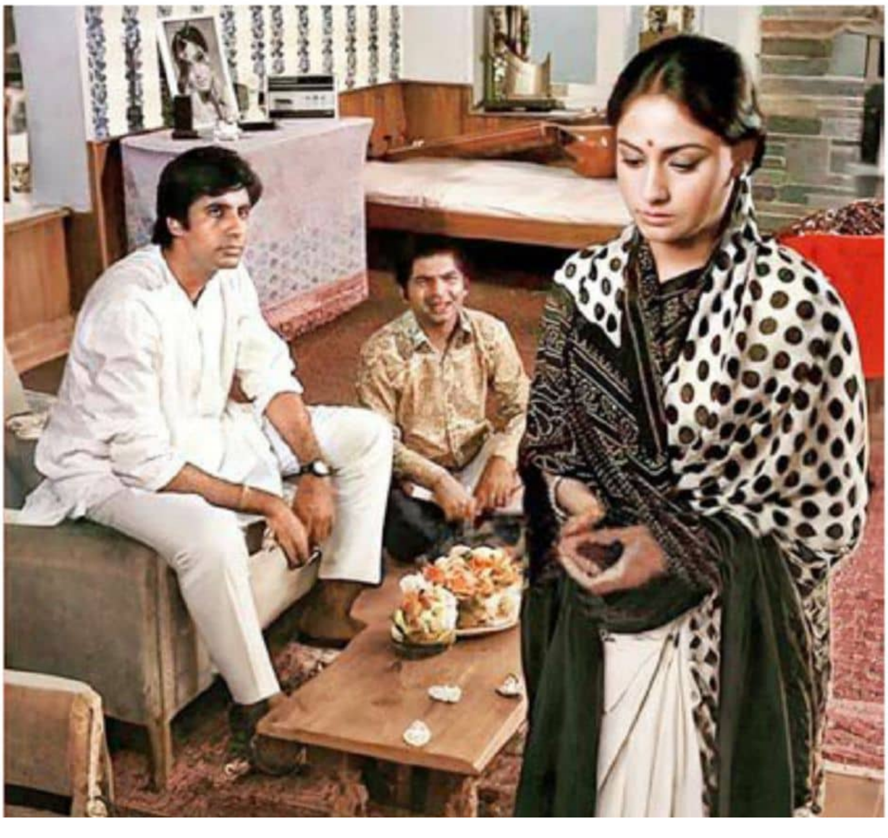
‘বাওয়ার্চি’ ছবির অভিনেতাদের সঙ্গে



নিজের পছন্দের গাড়িতে। নীচে ‘অভিমান’-এর দৃশ্য

রেডিয়ো নাটকে শুরু

তবে প্রশ্ন জাগতেই পারে, রাজস্থানে জন্মানো এক যুবক হঠাৎ করে পারিবারিক শৃঙ্খল ভেঙে পুণেতে গেলেনই বা কী করে। তা হলে শুরু থেকে শুরু করা যাক। গোবর্ধন ঠাকুরদাস আসরানি রাজস্থানের জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন ১ জানুয়ারি ১৯৪০-এ। গোটা রাজস্থান তখন নতুন বছরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎসবে মত্ত। জামাকাপড় কিনছে, আলোয় সাজাচ্ছে গোটা শহরকে। ফলে ঠাকুরদাস জেঠাদাস আসরানি পুত্রের জন্মের সময় স্ত্রী যমুনাদাসের কাছে থাকতে পারেননি। কারণ শাড়ির ব্যবসা তাঁর। ‘লক্ষ্মী শাড়ি’ নামে খুব চালু একটি দোকান আছে। আর যেহেতু পুত্রের আগে তাঁর ছয় ছেলে-মেয়ে রয়েছে, তাই আলাদা করে উত্তেজনাও খুব একটা নেই।



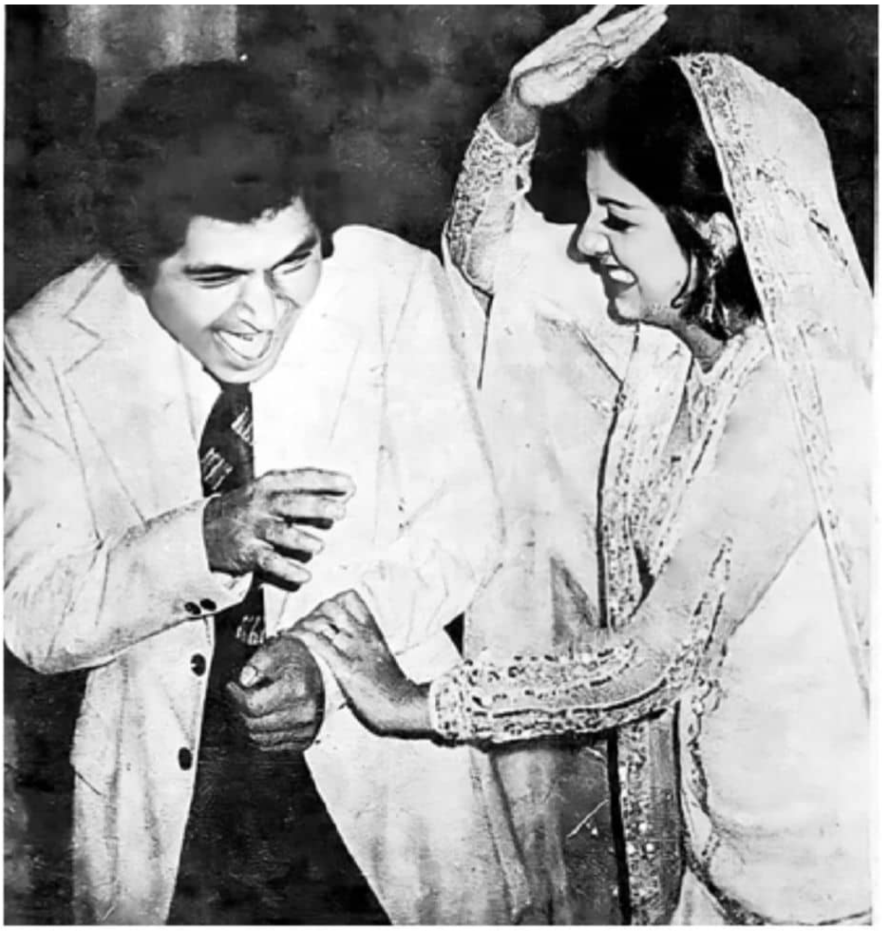
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে করতে হয়। সেই কথাটা শেষদিন পর্যন্ত মনে রেখে দিয়েছিলেন আসরানি। অডিশনে তাঁকে জনপ্রিয় গান 'মন ডোলে মেরা তন ডোলে'র আদলে ভোট প্রচারের গান গেয়ে শোনাতে বলা হয়েছিল। সেটা তিনি এত সুন্দর করে করেন যে, তার জেরে সুযোগ পেয়ে যান এবং প্রথম রেডিয়ো নাটকে কাজ করতে শুরু করেন। পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক পেতেন আকাশবাণী থেকে। এবং নাটকটি এত জনপ্রিয় হয় যে, রেডিয়ো থেকে মঞ্চেও তা মঞ্চস্থ হয়। আসরানি তখন থেকে বুঝে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতে তিনি কী করতে চান। স্কুলের বেতন এক টাকা দিয়ে বাকি টাকা জমাতেন তিনি। এবং রাজস্থান কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন।



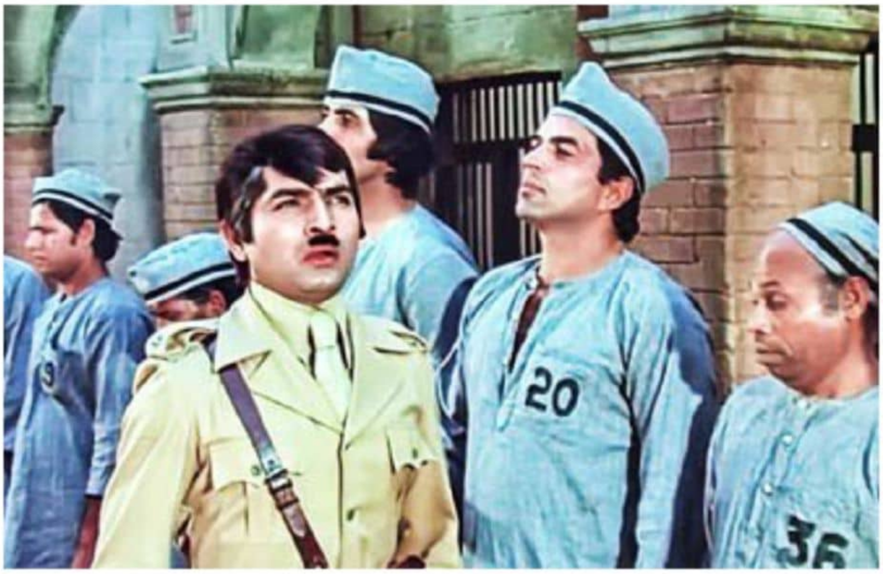
অভিনেত্রীদের পছন্দের মানুষ

বম্বে যাত্রা ও ইন্দিরা

আসরানি জানতেন, তাঁর অভিনয় করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হবে। বিরোধ আসবে তাঁর পরিবার থেকেই। তাই নিজেকে আস্তে আস্তে তৈরি করতে শুরু করেন তিনি। সাহিত্য কলাভাই ঠক্কর নামে এক ব্যক্তির কাছে অভিনয়ের তালিম নেন। এবং পিতাকে বলেন, তিনি বম্বে যেতে চান সিনেমায় অভিনয়ের জন্য। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধ আসে। তাঁর পিতা চেয়েছিলেন ছেলে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিক। তার জন্য বাড়িতে সমস্যা, একঘরে করে দেওয়া, মায়ের আকুতি... সব ছিল। কিন্তু নাছোড় গোবর্ধন নিজের সেই জমানো টাকা নিয়ে বম্বে চলে আসেন। এবং এসে পড়েন এক বিরাট সমুদ্রে। কারণ সেখানে নিজের খরচ টানতে তাঁকে হিমশিম খেতে হয়। জয়পুর আকাশবাণী থেকে একটি তব্দিরের চিঠি



একটি পার্টিতে খুনসুটির মুহূর্ত



'শোলে'র জেলর হিসেবে অমরত্ব পেয়েছেন আসরানি। নীচে শত্রুঘ্ন সিনহার সঙ্গে একটি ছবির সেটে





সহ অভিনেতা জনি ওয়াকার, দেব আনন্দ ও কেষ্ট মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে



সব সময় লাইম লাইট নিজের দিকে নিয়ে নিতে পারতেন আসরানি



পরিচালক হিসেবে শট বোঝাচ্ছেন জ্যাকি শ্রফ ও বিদ্যা ভারতীকে

লিখে এনেছিলেন তিনি। তার জেরে বম্বে আকাশবাণীতে নাটকের কাজ মেলে। তাতে কিছুটা টাকা আসত। কিন্তু তাতে তো সুরাহা হয় না পুরোপুরি। তাই বম্বেতে নিজের চেনা পরিচিতর সঙ্গে কথা বলে তিনি পুণের এফটিআইআই-তে ভর্তি নন। ১৯৬৪-১৯৬৬ সালের প্রথম ব্যাচে অ্যাডমিশনের সুযোগ



স্ত্রীর সঙ্গে আসরানি

পান তিনি। এই সময় ঋত্বিকের ছবিটিতে অভিনয়ের পরে আসরানি আরও একটি ছবিতে অভিনয় করেন। 'হম কহাঁ যা রহে হ্যায়'। মূলত ইনস্টিটিউটে পড়া ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছবি। সেখানে আসরানির অভিনয় ক্ষমতায় সকলে চমকে গেলেও, তাঁকে বাইরে কাজ দেওয়ার কথা কেউ ভাবেননি। এমনকি, আসরানি নিজেও এই বাস্তবতা বুঝতে পারেন, যখন এফটিআইআই-এর সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুরলেও, প্রযোজক পরিচালকরা তাঁকে কাজ দেননি। এক সাক্ষাৎকারে আসরানি বলেছিলেন, "তখন মোটে 'হরে কাঁচ কী চুড়িয়াঁ' ছবিতে অভিনয় করেছি। ছবিটি তেমন চলেওনি। তাই আমি সার্টিফিকেট হাতে ঘুরতাম আর প্রযোজকরা তাড়িয়ে দিত। বলত, 'তুমি ভাবো, অভিনয় করতে গেলে সার্টিফিকেট লাগে? বড় বড় তারকারা তো কোথাও শেখেননি, আর তুমি কি বিশেষ

কেউ? চলে যাও।'" এতে এতটাই অভিমান এবং কষ্ট হত আসরানির যে একটা সময় রাজস্থান ফিরে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু এই সময় ঢাল হয়ে দাঁড়ান দেশের তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি পুণের ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে। সেখানে সতীর্থদের নিয়ে আসরানি যান এবং তাঁদের হতাশার কথা জানান তাঁকে। একটি প্রবন্ধে লেখা স্মৃতিচারণায় আসরানি লিখেছিলেন, "একদিন ইন্দিরা গান্ধী পুণে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম, 'ম্যাডাম, সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও কেউ আমাদের কাজ দেয় না।' এরপর উনি বম্বের প্রযোজকদের বলেন, 'এই ছেলেমেয়েদের কাজে রাখো।' কারণ দেশে তৈরি এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পাঠরত



অরুণা ইরানির সঙ্গে



'মালামাল উইকলি'র ফোটোশুট

ক'টি ছবি করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'সীতা অউর গীতা', 'বাওয়ার্চি', 'পরিচয়', 'অভিমান', 'নমক হারাম'। ১৯৭৫ সালে আসে 'চুপকে চুপকে' এবং 'শোলে'। আর 'শোলে'তেই 'অংরেজোঁ কে জ়মানে কে জেলর' দিয়ে প্রায় অমরত্ব পেয়ে যান আসরানি। পাঁচ দশক ধরে, তিনি হিন্দি এবং গুজরাতি ভাষায় ৩০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন, সমান দক্ষতার সঙ্গে। তাতে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র ছিল।
এমনকি তিনি ক্যামেরার পিছনেও পা রেখেছিলেন ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ছয়টি ছবি পরিচালনা করে। কিন্তু সেই অবতার ব্যর্থ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে যায়। আসরানি নিজেই স্বীকার করেছিলেন সেকথা।

ছেলেমেয়েরা সেই মাধ্যমে কাজই করতে পারছে না, এটা তো লজ্জার!" বলতে বাধা নেই, ইন্দিরার এই বক্তব্যের পরেই ছাত্রছাত্রীদের কাজ আসা শুরু হয়। এবং ১৯৭১ সালে মোড় ঘুরে যায় তাঁর কেরিয়ারের 'গুড্ডি' ছবিতে জয়া ভাদুড়ি যেমন সুযোগ পান, তেমনই তিনিও সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং ছবিটি এতটাই হিট করে যে, সকলে FTII-কে গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

জয়যাত্রা ও ব্যর্থতা

'গুড্ডি' (১৯৭১) ছবি থেকেই শুরু আসরানির নতুন পথচলা। আর তারপর থেকে, তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিটি ঘরের পরিচিত মুখ — কখনও সহ-অভিনেতা, কখনও সেরা কৌতুকশিল্পী। ১৯৭২-১৯৭৩ সালের মধ্যে আসরানি যে



মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে

১৯৭৭ সালে 'চলা মুরারি হিরো বননে' দিয়ে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। কিন্তু সেই যাত্রা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ২০১৮ সালে তিনি স্বীকার করেন যে, "আমি যখন এই ছবিটি বানাতে চেয়েছিলাম, তখন জীবনের একেবারে কঠিনতম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও আমার ছবিতে কাজ করতে রাজি হননি। যাঁদের সঙ্গে আমি প্রতিদিন সময় কাটাতাম, তাঁরাও নানা অজুহাতে মুখ ফিরিয়ে নেন।" আসরানির বক্তব্য ছিল, বড় নায়কেরা একজন কৌতুক অভিনেতার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের মনে হত, একজন কৌতুক অভিনেতা কীভাবে পরিচালনা করবে? সেই সময় প্রযোজক গুলশন রাই তাঁকে উপদেশ দেন, 'যেদিন তুমি নিজেকে পরিচালক হিসেবে ঘোষণা করবে, সেদিন থেকেই তুমি অভিনেতা হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।'
তবুও আসরানি হাল ছাড়েননি। নিজের অর্থে ছবি তৈরি করেন এবং অভিনয়ে ফিরে আসেন। তবে এই অভিজ্ঞতা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আসরানি বলেন, "সহকর্মীদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা আসলে সময়ের অপচয়। কাজের পরেও গসিপ আর সামাজিকতা সৃজনশীলতা নষ্ট করে।"

তাঁদের মনে হত একজন কৌতুক অভিনেতা কীভাবে পরিচালনা করবে? সেই সময় প্রযোজক গুলশন রাই তাঁকে উপদেশ দেন...



আসরানি ছিলেন সদাহাস্যময়



বাংলা সিনেমাও করেছেন একটা সময়

তাই কি ছবিতে কাজ করলেও, খানিক চুপচাপই থেকে গিয়েছিলেন আসরানি? তাই যখন ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, থেকে গেলেন খানিকটা আড়ালেই। অনেক দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন আসরানি। তিনি তাঁর স্ত্রী মঞ্জুকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর শেষকৃত্যে যেন প্রচুর মানুষ ভিড় না করেন। অভিনেতার শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েই তাই দিওয়ালির দিনদুয়েক আগে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পরিজনের উপস্থিতিতে মুম্বইয়ে আসরানির শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। তবে আসরানি রেখে গেলেন অভিনয়ের এক বিরাট ঐতিহ্য, যেখানে কমেডি অভিনয় নতুন আঙ্গিক পেতেই পারে।



■ ঋষভ শেট্টি নিজেকে আমূল বদলেছেন ছবির জন্য

সাফল্যের মন্ত্র লোককথায়

দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা অঞ্চলে ২৫০ দিনের শুট! সেটে একের পর এক দুর্ঘটনা। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন ঋষভ শেট্টি স্বয়ং। তবুও থামেনি **'কান্তারা দ্য লেজেন্ড: চ্যাপ্টার ওয়ান'**। ছবির অপার সাফল্য ফের প্রমাণ করল দক্ষিণী ছবির জনপ্রিয়তা। লিখেছেন **আসিফ সালাম**

বছর চারেক আগের কথা। ১৫ কোটি টাকার বাজেটে একটি কন্নড় ছবি প্যান ইন্ডিয়া বক্স অফিস কাঁপিয়ে আয় করে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি! বাণিজ্যিক কন্নড় ছবি বলতে তার আগে অবধি 'কেজিএফ' গোত্রের ছবিকেই বুঝতেন বাকি ভারতের দর্শক। সেখানে ছক ভাঙল 'কান্তারা'। মজার বিষয় হল, ছবিটি প্রথমে প্যান ইন্ডিয়া রিলিজের কথা ভাবাই হয়নি! এমনকি, নানা ভাষায় ডাবিংও করানো হয়নি। শুধুমাত্র কন্নড় ও পরে উপকূলীয় তুলু ভাষায় (কারণ সেখানকার 'ভূত কোলা' ট্র্যাডিশন নিয়ে গল্প) মুক্তি পেয়েছিল ছবিটি। কিন্তু তার 'ওয়র্ড অফ মাউথ' এতটাই সদর্থক ছিল যে অন্য ভাষায় রিলিজ় করানোর অনুরোধ আসে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। বাকিটা ইতিহাস... প্যান ইন্ডিয়া দর্শকের কাছে ঋষভ শেট্টি তখন অপরিচিত নাম, 'ভূত কোলা' বা 'গুলিগা দৈব'র ট্র্যাডিশন চেনা নয়। তাও সারা দেশের মানুষ, ভৌগোলিক-ভাষাগত ভেদের নিরিখেই আপন করে নিয়েছিলেন ছবিটিকে। এক সাক্ষাৎকারে ঋষভ বলেন, "আপনারা ছবিটিকে ছোট বাজেটের বলছেন। কিন্তু আমার কাছে এটিই সবচেয়ে বড় বাজেটের ছবি। এর আগে আমি দু'কোটির ছবিও বানিয়েছি। এই প্রথম এত বড়

বাজেটের ছবি করলাম। আর সে অর্থে দেখতে গেলে 'কান্তারা: দ্য লেজেন্ড' আমার প্রথম প্যান ইন্ডিয়া ছবি।" যে কোনও ছবির সাফল্য যে 'কান্তারা'র সিকোয়েলের জন্ম দেবে, তা আশা করেছিলেন অনেকেই। কারণ, এমনিতেই ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি ফর্মুলা এখন হিট। কিন্তু ঋষভ ঘোষণা করলেন, ছবির প্রিকোয়েল আনবেন। তারই ফলস্বরূপ 'কান্তারা দ্য লেজেন্ড: চ্যাপ্টার ওয়ান।' বাজেট, পরিসর, প্রস্তুতি সবই বড়। কেমন ভাবে তৈরি হল 'কান্তারা' পার্ট ওয়ান? প্রায় কোনও প্রচার ছাড়াই ছবির সাফল্য কি প্রমাণ করে কনটেন্ট ভাল হলে দর্শক তা গ্রহণ করবেন? কন্নড় ছবির চেনা ঘরানাকেই বা কতটা ভাঙলেন ঋষভ শেট্টি?

কুন্দপুরায় সেট, ২৫০ দিনের উপর শুট

'কান্তারা: পার্ট ওয়ান'-এর জন্য কুন্দপুরায় একটি গোটা স্টুডিয়ো তৈরি করে ফেলেছিলেন ঋষভ শেট্টি। ঘটনাচক্রে কুন্দপুরাতেই কেটেছে ঋষভের ছোটবেলা। তিনি একাধিকবার বলেওছেন, 'কান্তারা' তাঁর গ্রামের গল্প। প্রায় ২৫০ দিনের উপর শুট, তাও অমন দুর্গম অঞ্চলে। শারীরিক-মানসিক ভাবে 'কান্তারা: দ্য লেজেন্ড' যেন নিংড়ে নিয়েছিল ঋষভ শেট্টিকে। নিজেই বলেছিলেন, এবার খানিকটা বিশ্রাম দরকার তাঁর। শুটিংয়ে বহু প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, আগুন ধরে গিয়েছে সেটে, মৃত্যুও হয়েছে। তবে কাজ থামাননি ঋষভ ও ছবির কলাকুশলীরা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা বানানো হয়েছিল শুটের জন্য। আমরা সারা রাত প্রায় ২০-২৫ দিন ওখানে শুট করছিলাম। কিন্তু রাস্তা এতটাই দুর্গম যে বৃষ্টি হলে পা পিছলে যাবে, গাড়িও ঢুকবে না লোকেশনে। এবং আটকে গেলে হেঁটেও বাইরে আসতে পারব না। ওখানেই আটকে থাকতে হবে। ভাগ্যক্রমে একদিন আমরা বেরিয়ে আসার পরই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। না হলে দু'তিনদিন ওখানেই আটকে থাকতে হত।" লোকেশন থেকে প্রোডাকশন... এতরকমের প্রতিকূলতা এসেছে যে অন্তত দু'-তিনবার ঋষভের মনে হয়েছে, এবার শুট বন্ধ করে দিতে হবে। শোনা যায়, এই ছবিটির বাজেট ছিল ১২৫ কোটি, প্রায় ৬০০ জন ক্রু মেম্বার ছিলেন সর্বদা। পরিচালক-লেখক আর অভিনেতা হিসেবে তিনটি দায়িত্ব একসঙ্গে সামলানো ঋষভ ও প্রযোজক হোমবালে ফিল্মস বরাবর মনে করেছিলেন, যা-ই ঘটুক না কেন, ছবি কিছুতেই বন্ধ হবে না। ভোর চারটে নাগাদ সকলে ঘুম থেকে উঠে, তৈরি হয়ে নিয়ে রওনা দিতেন জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। শুটিং শুরু হত মোটামুটি ছ'টা নাগাদ। রাতের দৃশ্যগুলির জন্য সারা রাত সেটেই থাকতেন



পরিচালকের আসনে ঋষভ



ছবির সেটে ঋষভ, তাঁর স্ত্রী প্রগতি শেট্টি ও নায়িকা রুক্মিণী বসন্ত

অভিনেতারা। একে তো পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা অন্ধকার জায়গা। তার উপর এই বৃষ্টি তো এই গরম। আর প্রতিটি লোকেশনই শহর থেকে বহুদূরে। তবে তা সত্ত্বেও ছবির ৮০ শতাংশই রিয়েল লোকেশনে শুট হয়েছে। পরিস্থিতি এমনও ছিল যে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই অ্যাকশন সিকোয়েন্সের শুটিং করেন তাঁরা, কারণ আর সময় নষ্ট করা যাচ্ছিল না।

সেটে আগুন, সহ-অভিনেতার বেদনাদায়ক মৃত্যু

ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন অভিনেতা রাকেশ পূজারী। 'কান্তারা: দ্য লেজেন্ড'-এর শুটিং চলাকালীনই তিনি হার্ট অ্যাটাকে প্রয়াত হন। ঋষভ বলেছিলেন, এমন পজ়িটিভ, সদাহাস্য মানুষ বড্ড বিরল। সেটে সবসময় পজ়িটিভিটি ছড়িয়ে দিতেন তিনি। তাঁর অংশের শুট ও ডাবিং শেষ করার পরই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় তাঁর। অবশ্য, এই ছবির সঙ্গে আরও কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনা জড়িয়ে। ২০২৪-এর

নভেম্বরে ক্রু মেম্বারদের নিয়ে শুটিংস্থলের দিকে যাওয়ার সময়ে কর্নাটকের কোল্লুরের কাছে তাঁদের বাস দুর্ঘটনায় পড়ে। যদিও কেউ প্রাণ হারাননি সেদিন, কিন্তু মানসিক ভাবে খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন কলাকুশলী। ২০২৫-এর জানুয়ারিতে যুদ্ধের সিকোয়েন্স চলার সময়ে সেটে বড়সড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সেবারও কেউ হতাহত হননি, তবে সেটের বেশ খানিকটা ক্ষতি হয়। জুন মাসে আবারও বিপত্তি। নদীতে শুটিং চলাকালীন একটি নৌকো উল্টে যায়। নৌকোটিতে ঋষভ স্বয়ং ছিলেন, ছিলেন আরও বেশ কিছু কলাকুশলী। সেবারও সকলে প্রাণে রক্ষা পান, যদিও ক্যামেরা-সহ একাধিক যন্ত্রপাতি জলে তলিয়ে গিয়েছিল। একের পর এক বিপর্যয়ের ফলে অনেকেই ভাবতে শুরু করেন, দৈব বোধহয় কোনও কারণে রুষ্ট। এ প্রসঙ্গে ছবির অন্যতম



■ কর্নাটকের ভূত কোলা ট্র্যাডিশন পৌঁছচ্ছে গ্লোবালি



■ ছবির অ্যাকশন সিকোয়েন্স তুমুল প্রশংসিত হয়েছে সর্বত্র



■ রুক্মিণী বসন্ত আপ্লুত এই ছবিতে অভিনয় করে

প্রযোজক চেলুভা গৌড়া (হোমবালে ফিল্মসের সহ প্রতিষ্ঠাতা) বলেছিলেন, "আমরা সকলেই ভগবানকে ভয়-ভক্তি করি। প্রতিদিন পুজো করে, দৈবর আশীর্বাদ নিয়ে তবেই শুটিং শুরু হত।" এমনকি ছবির শুটিং শুরু হওয়ার আগে উপকূলীয় কর্নাটকে গিয়ে পঞ্জোরলি দৈবর আশীর্বাদও নিয়েছিলেন তাঁরা। পরে ঋষভ স্বীকার করেন যে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছবিটির কাজ শেষ করা গিয়েছিল, এ ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া আর কী!

আগের চেয়ে গবেষণা করতে হয়েছে বেশি

প্রথম ছবির শুটিং হয়েছিল ৯৬ দিনে। তার প্রিকোয়েল বানাতে সময় লেগেছে ২৫০ দিনেরও বেশি। বাজেটও অনেকগুণ বেশি। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, বাহুল্য বাড়লে গল্পের বাঁধুনি অক্ষত থাকবে তো? আসলে,



দিল্লিতে সাকসেস পার্টিতে ঋষভ, প্রগতি, গুলশন দেবাইয়া, জয়রাম সহ বাকিরা


পরিবারের সঙ্গে ঋষভ

ঋষভ শেট্টিও কলেজে পড়ার সময় থিয়েটার করতেন, যক্ষগানেও করতেন। উপকূলীয় কর্নাটকের ট্র্যাডিশন ভূত কোলা বা দুই দৈবশক্তি—পঞ্জোরলি ও গুলিগার কথা স্থানীয় মানুষদের বাইরে প্রায় কেউ জানতেন-ই না।

'কান্তারা'র সাফল্যের আসল কারণই ছিল ছবিটির অভিনব বিষয় ভাবনা। উত্তর ভারতের ফোক ট্র্যাডিশন যক্ষগানের ব্যাপারে শুনেছেন অনেকেই। ঋষভ শেট্টি নিজেও কলেজে পড়ার সময় থিয়েটার করতেন, যক্ষগানেও পারফর্ম করতেন। সেরকমই উপকূলীয় কর্নাটকের ট্র্যাডিশন ভূত কোলা বা দুই দৈবশক্তি—পঞ্জোরলি ও গুলিগার কথা স্থানীয় মানুষদের বাইরে প্রায় কেউ জানতেনই না। এর সঙ্গে বন্যভূমি সংরক্ষণ, মানুষ বনাম প্রকৃতির দ্বন্দ্বের মতো জরুরি বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করে এক অচেনা সংস্কৃতিকে সর্বভারতীয় স্তরে তুলে এনেছিলেন 'কান্তারা'র নির্মাতারা। বস্তাপচা গল্পের বাইরে অজানা, রুটেড ও দেশীয় সংস্কৃতির গল্প পছন্দ হয়েছিল সকলের। 'কান্তারা: দ্য লেজেন্ড'-এর ক্ষেত্রে অবশ্য গল্পের বাঁধুনির চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে উন্নত ভিএফএক্স, সিনেমাটোগ্রাফি, কালার গ্রেডিং-এর মতো টেকনিক্যাল দিকগুলি। অভিনয় ও চরিত্র ভাবনার দিক থেকে অবশ্যই নতুন ছবিটি বেশ টানটান। 'কান্তারা'র ক্ষেত্রে একটি অভিযোগ ছিল, নায়িকা চরিত্র (সপ্তমী গৌড়া) সেখানে ঋষভের লার্জার দ্যান লাইফ চরিত্রের কাছে বড্ড ম্লান! সেই খামতি ঢাকতেই কি না কে জানে, 'কান্তারা পার্ট ওয়ান'এ নায়িকা চরিত্র বেশ পাওয়ারফুল। সেই চরিত্রে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন রুক্মিণী বসন্ত। "আগের ছবির চেয়ে এবারে গবেষণা করতে হয়েছে অনেক বেশি। চার-পাঁচ শতকের গল্প, কদম্ব রাজ্যপাটের সময়কার। দৈবনর্তকীদের কাছে গিয়েছি, অধ্যাপকদের কাছে গিয়েছি। রিসার্চ টিম আলাদা ছিল, ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও একজন অধ্যাপক ছিলেন আমাদের সঙ্গে," বলেন ঋষভ। দক্ষিণের বড় ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজকদের ইনভলভমেন্ট থাকে সাংঘাতিক। এর আগে 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র ক্ষেত্রে প্রযোজক বৈজয়ন্তী মুভিজ় পরিচালক নাগ অশ্বিনের ভিশনের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর যাবতীয় বায়নাক্কা মেনে নিয়েছিল। 'পুষ্পা'র ক্ষেত্রেও তাই। সুকুমার-অল্লু অর্জুনের ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্স, গল্পে একাধিকবার বদল সত্ত্বেও টাকা ঢালতে কার্পণ্য করেনি মাইথরি মুভিজ়। 'কান্তারা: দ্য লেজেন্ড'এর ক্ষেত্রেও ধৈর্য ধরেছে পাশে থেকেছেন হোমবালে ফিল্মসের দুই কর্ণধার বিজয় কিরণগাদুর ও চেলুভা গৌড়া। এর আগে 'সালার', 'কেজিএফ'ও তাঁদেরই প্রযোজনা। "আমি আলাদা আলাদা টিমকে ছবির গল্প প্রায় ১৫ বার ন্যারেট করেছিলাম। আর প্রযোজকরা ১৫-বারই আমার ন্যারেশনের সময়ে ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন। এমনকি ফাইনাল আউটপুট না বেরোনো অবধি পুরো টিম একসঙ্গে কাজ করবে। প্রযোজক মানেই শুধু টাকা বিনিয়োগ করা নয়। এমন সমর্থন পেলে আপনি যা খুশি বানাতে পরেন," বলেন ঋষভ।

প্রচার ছাড়াই হিট!

'কান্তারা: দ্য লেজেন্ড'এর ক্ষেত্রে একটি বিষয় চোখ টেনেছে অনেকেরই। তা হল ছবিটি



'কান্তারা...'র কাম্বালা দৃশ্য



খল চরিত্রে গুলশন দেবাইয়া

প্রায় কোনও প্রচার ছাড়াই মুক্তি পেয়েছে। কেউ কেউ বলছিলেন, ছবির নির্মাতারা নাকি অত্যন্ত বেশি আত্মবিশ্বাসী যে ছবির প্রচার হোক না কেন, তা সফল হবেই। মাস খানেক আগে ট্রেলার লঞ্চ হয়, ট্রেলার দেখে দর্শক যে উদ্বেলিত ছিলেন, তাও খুব একটা নয়। কর্নাটক ও তেলেঙ্গনায় ছবির প্রচারের পর চেন্নাই প্রচার স্থগিত হয়ে যায় (চেন্নাইতে সে সময়ে থালাপতি বিজয়ের জনসভায় পদপিষ্ট হন ৩৯ জন)। তেলঙ্গানায় ভাষা

ঋষভ শেট্টি বক্তব্য

সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় এই ছবির সাকসেস মিট। সেখানে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন ঋষভ শেট্টি। ছবির সাফল্য এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে জানালেন নিজের মনের কথা...

'কান্তারা'র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এই ছবির প্রিকোয়েল করার ক্ষেত্রে কতটা চাপ ছিল আপনার উপর?

আমি বরবার এটাই মাথায় রেখেছিলাম যে আগের ছবির সাফল্যকে মাথা থেকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলে, চ্যাপ্টার ১-এর উপর মনঃসংযোগ করা। এটা আমার কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় ছিল। তাই আগের ছবির সাফল্য ধরে রাখতে হবে, এই দিক দিয়ে কোনও চাপ ছিল না, কিন্তু চাপ এটা ছিল যে এই ছবির পরিধি আরও অনেক বড়, সেটা যেন ঠিকমতো নির্মাণ করতে পারি। দর্শকের ভালবাসার যথাযথ সম্মান দিতে পারি। চ্যাপ্টার ১ আগুন, বিশ্বাস, লোককাহিনি এবং কিংবদন্তির উপর ভিক্তি করে নির্মাণ করা এক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। আমি আপ্লুত যে দর্শক এই ছবিটিও গ্রহণ করেছে।

কন্নড় ছবি মানে এতদিন অবধি আমরা জানতাম লার্জার দ্যান অ্যাকশন ছবি। সেই মিথ ভেঙে আপনি কন্নড় ছবির একটা নতুন চিত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দেখুন, ভাষাটা জরুরী নয়। আপনি যে ভাষাতেই ছবি করুন না কেন, কনটেন্ট ভাল হওয়াটা সবচেয়ে জরুরী। এটা আমার বিশ্বাস। ছবির গল্পের মধ্যে দম থাকলে, অন্য অনেক খামতি ঢেকে দেওয়া যায়। একটি বিশুদ্ধ পৌরাণিক অ্যাকশন ড্রামা যার মধ্যে লোকাল গল্প প্রাধান্য পেয়েছে, এটাই কিন্তু আমাদের ছবির সেলিং পয়েন্ট। আমি কোনও বড় সুপারস্টার নই, না আমার ছবির কাস্টে তেমন ভারী নাম রয়েছে, না আমরা অল আউট প্রমোশন করেছি। তাও আমাদের ছবি ব্যবসা করছে শুধুমাত্র এর কনটেন্টের জন্য।

এরপর কী পরিকল্পনা?

'কান্তারা'র সিকোয়েল নিয়ে এবার ভাবা শুরু করব। ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ।

সংক্রান্ত বিতর্ক হয় ঋষভ শেট্টির বক্তব্যে। মুম্বইতে সর্বভারতীয় প্রেস কনফারেন্স ছাড়া আর সেভাবে প্রচার হয়নি ছবির। 'কান্তারা'র সাফল্যের গ্রাফ দেখে অনেকেই বলছেন, কনটেন্ট ভাল হলে মানুষ ঠিকই আসেন ছবি দেখতে। ইতিমধ্যেই ৭২৫ কোটির উপরে ব্যবসা করেছে ছবিটি। তবে ছবির প্রচারে প্রায় পাওয়া যায়নি রুক্মিণী বসন্তকে। ছবির কস্টিউম ডিজ়াইনার তথা ঋষভের স্ত্রী প্রগতি শেট্টির উপস্থিতি ছিল প্রায় সব জায়গায়। কিন্তু নায়িকা অনুপস্থিত কেন? যদিও রুক্মিণী নিজে আপ্লুত এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে, কিন্তু প্রচারে তিনি না থাকা নিয়ে বিতর্ক থামছে না। ছবিতে খল চরিত্রে আছেন গুলশন দেবাইয়া। কেন বেছে নিলেন তিনি এমন চরিত্র? "আমি 'কান্তারা' দেখার পর থেকেই ছবিটির ফ্যান। তাই, অফার আসার পর না বলার প্রশ্নই ছিল না," জানান তিনি। প্যান ইন্ডিয়া ছবিতে সাধারণত নানা ভাষার অভিনেতাদের নেওয়া হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, এই ছবির সব কলাকুশলীই কর্নাটকের। গুলশন যদিও হিন্দি ওটিটি-ছবির পরিচিত মুখ, কিন্তু তিনিও তো কর্নাটকেরই ছেলে।



গ্রিন স্ক্রিনে শুট হচ্ছে ছবির যুদ্ধের দৃশ্য

> 'কান্তারা'র সাফল্যের গ্রাফ দেখে অনেকেই বলছেন, কনটেন্ট ভাল হলে মানুষ ঠিকই আসেন ছবি দেখতে। ইতিমধ্যেই ৭২৫ কোটির উপরে ব্যবসা করেছে এই ছবিটি।

একটি কথা না বললেই নয়। কন্নড় ছবি মানেই তা আদ্যোপান্ত অ্যাকশনে মোড়া বাণিজ্যিক ছবি, অন্তত সর্বভারতীয় দর্শক তা-ই জানেন। যশ-কিচ্চা, সুদীপ-উপেন্দ্রর মতো অভিনেতারা সেই ঘরানাতেই কাজ করছেন। সেখানে কন্নড় ছবিতে বহুবছর ধরে ছক ভাঙছেন ঋষভ শেট্টি, রাজ বি শেট্টি ও রক্ষিত শেট্টি। এঁরা সকলেই পরিচালক ও অভিনেতা। ঋষভ ও রাজের 'গড়ুর গমন বৃষভ বাহন' কম বাজেটে সফল হওয়া কন্নড় ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ছকভাঙা ছবি। রক্ষিত ও ঋষভ মিলে করেছিলেন 'কিরিক পার্টি', যা ছিল রশ্মিকা মন্দানার ডেবিউ ছবি। রক্ষিত প্রচুর প্রশংসা কোড়ান 'চার্লি ৭৭৭'এর মতো মানুষ ও তার পোষ্যর চোখে জল আনা সম্পর্ক নিয়ে ছবি করে। এই তিন শিল্পীর হাত ধরেই বদল আসছে কন্নড় ছবিতে। 'কেজিএফ' নয়, কন্নড় ইন্ডাস্ট্রি গ্লোবালি পরিচিতি পাচ্ছে 'কান্তারা'র মতো ছবির জন্য।



কালার গ্রেডিং থেকে কস্টিউম, সবই নজর কেড়েছে

BOLLYBUZZ

রণবীর-দীপিকার দুয়া

কন্যাকে প্রকাশ্যে আনলেন দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর সিংহ। দুয়া সিংহ পাড়ুকোনের ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ভাইরাল। তারকারা সাধারণত তাঁদের সন্তানকে কিছুটা আড়ালেই রাখেন। সেই পথে হেঁটেছিলেন দীপিকাও। প্রায় এক বছর পর প্রকাশ্যে এনেছেন একরত্তির ছবি। দীপাবলিতে অনুরাগীদের জন্য দুয়ার-দর্শন যেন বিশেষ উপহার। ছবিতে সন্তানকে বাহুডোর আগলে রেখেছেন তারকা দম্পতি। মা-মেয়ের পোশাকে ছিল রংমিলান্তি। ছোট্ট দুয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, সেও যেন ক্যামেরার জন্য প্রস্তুত। অনুরাগীদের পাশাপাশি তারকারাও দুয়াকে ভালবাসা জানিয়েছেন। যদিও রণবীর-দীপিকার কন্যার অধিক লাইমলাইটে থাকার অন্য কারণও রয়েছে। কারণ সন্তানের জন্যই কর্মক্ষেত্রে একাধিক শর্ত রেখেছেন দীপিকা। এ দিকে শোনা যাচ্ছে, রণবীরের দাবিও ক্রমশ বাড়ছে। শুটিং সেটে নিজের ব্যক্তিগত ভ্যানিটি ভ্যানের পাশাপাশি, নিজের রাঁধুনীর জন্য ভ্যানিটি ভ্যান চেয়েছেন অভিনেতা, যা শুনে হতবাক প্রযোজনা সংস্থা।



রণবীর-দীপিকা-দুয়া





সোজাসাপটা ইব্রাহিম

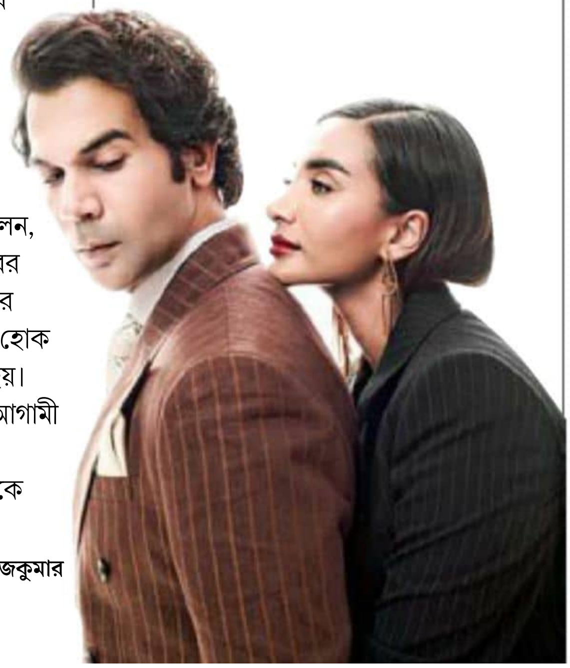
ট্রোলের চাপে নাজেহাল সেফ-পুত্র। ‘নাদানিয়াঁ’ ছবির হাত ধরে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ইব্রাহিম আলি খান। বাবার মতো মুখের আদল হওয়ায়, অনেকেই তাঁর প্রথম ছবি নিয়ে বেশ উৎসুক ছিল। এ কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। কিন্তু তারপর থেকেই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। নিজের প্রথম ছবিকে অবশেষে ‘খারাপ ছবি’ বলে মেনে নিলেন তিনি। তারপর অবশ্য ‘সরজ়মিন’ ছবিতেও অভিনয়ের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। ইব্রাহিম বলেছেন, তাঁকে নিয়ে যেন উন্মাদনা থাকে। কিন্তু ছবি খারাপ মানেই তাঁকে ‘নেপো কিড’, ‘এর কোনও ভবিষ্যৎ নেই’... এসব বলে ছোট করা ঠিক নয়।



ইব্রাহিম আলি খান

সুখবরের আশায়

অনেক প্রচেষ্টার পর মা হতে চলেছেন পত্রলেখা। কিন্তু এর জন্য কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে রাজকুমার-পত্নীকে। ডাক্তার জানিয়েছিলেন, স্বাভাবিকভাবে মা হতে পারবেন না অভিনেত্রী। এক সময় আইভিএফের মতো একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন অভিনেত্রী। কিন্তু অবশেষে স্বাভাবিক উপায়েই মা হচ্ছেন তিনি। দীপাবলির আনন্দের মাঝে তারকা দম্পতি জানালেন, এখন তাঁরা শুধুই দিন গুনছেন। সুখবরের আশায় রয়েছেন। খুব শীঘ্রই তাঁদের ঘরে আসবে নতুন সদস্য। তাঁরা চান, ছেলে হোক বা মেয়ে, সন্তান যেন সুস্থ ও হাসিখুশি হয়। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসে বা আগামী মাসেই অভিভাবক হবেন রাজকুমার-পত্রলেখা। অপেক্ষার পাশাপাশি নিজেকে বেশ সাবধানে রাখছেন অভিনেত্রী।



পত্রলেখা-রাজকুমার



রাঘব এবং পরিণীতি, সন্তানের আগমনে বিশেষ পোস্ট (ইনস্টে)

পরিণীতির নতুন জীবন



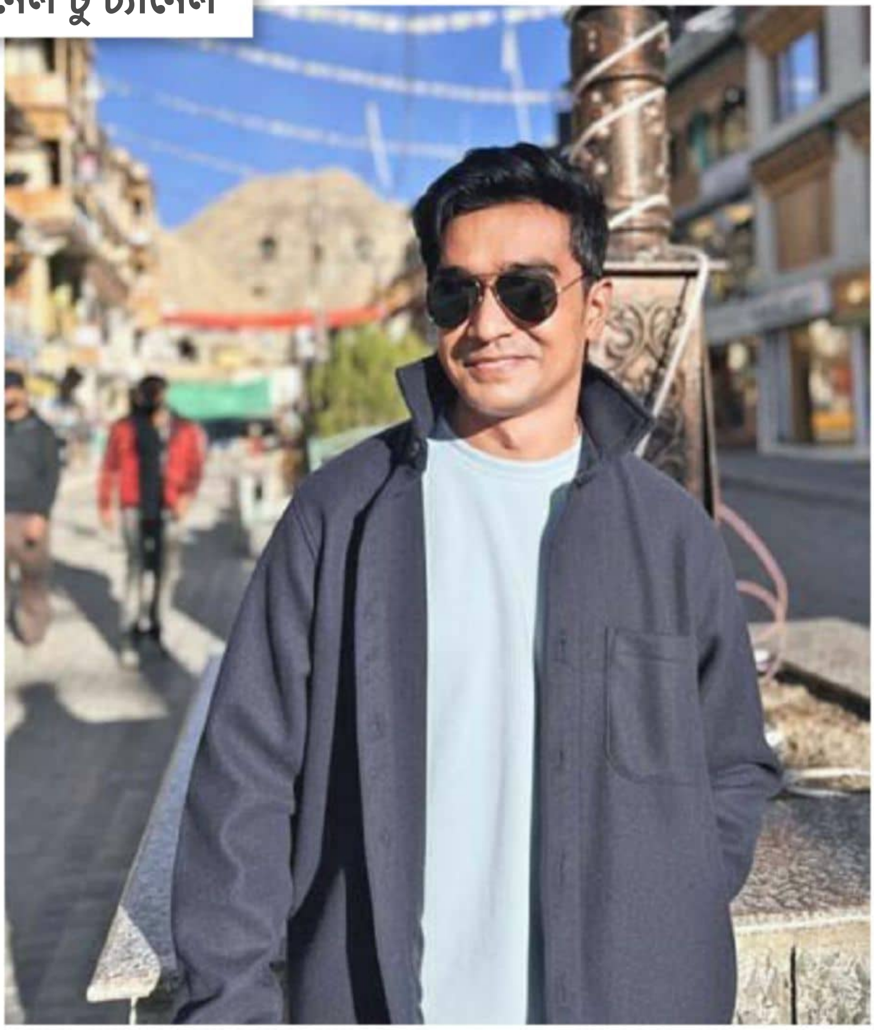
মা হলেন পরিণীতি চোপড়া। পুত্রসন্তানের অভিভাবক হলেন পরিণীতি এবং রাঘব চড্ডা। এখন তাঁরা পরিপূর্ণ। তাঁদের কাছে সব কিছু রয়েছে। আগের জীবনের কিছুই আর এখন মনে নেই। সন্তানের আগমনে আবেগঘন হয়ে এসবই জানান অভিনেত্রী। স্বাভাবিকভাবেই শুভেচ্ছার বন্যা সর্বত্র। মার্কিন মুলুক থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন একরত্তির মাসি প্রিয়ঙ্কা চোপড়াও। সকলকে একসঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। কিছু দিন আগেই মুম্বই থেকে দিল্লি গিয়েছিলেন পরিণীতি। সেখানকার একটি হাসপাতালেই মা হলেন তিনি। আপাতত ছেলে এবং মা, দু’জনেই সুস্থ রয়েছেন।



কঙ্কনা সেন শর্মা

পরিচালনায় কঙ্কনা

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তাঁর ওয়েব সিরিজ় ‘সার্চ’। কিছু দিন আগে ‘মেট্রো ইন দিনো’-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা মিলেছিল কঙ্কনা সেন শর্মার। কিন্তু এখন একটু বিরতির খোঁজে অভিনেত্রী। ফিরতে চান পুরনো ছন্দে। অর্থাৎ আবারও পরিচালনার কাজে মন দিতে চান। তবে এই কাজে যে তিনি সিদ্ধহস্ত, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। বছর দুই আগে ‘দ্য লাস্ট স্টোরিজ় ২’-এর একটি অংশ তিনি পরিচালনা করেছিলেন। তার আগে একটি হিন্দি এবং একটি বাংলা ছবিও পরিচালনা করেছেন। এবার কমেডি সিরিজ় পরিচালনা করবেন কঙ্কনা। আগামি বছরে শুরু হবে শুটিং পর্ব। তবে কঙ্কনার সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন জয়দীপ সরকার। তাই আপাতত অভিনয় থেকে কঙ্কনার ছুটি।



■ অর্পণ ঘোষাল

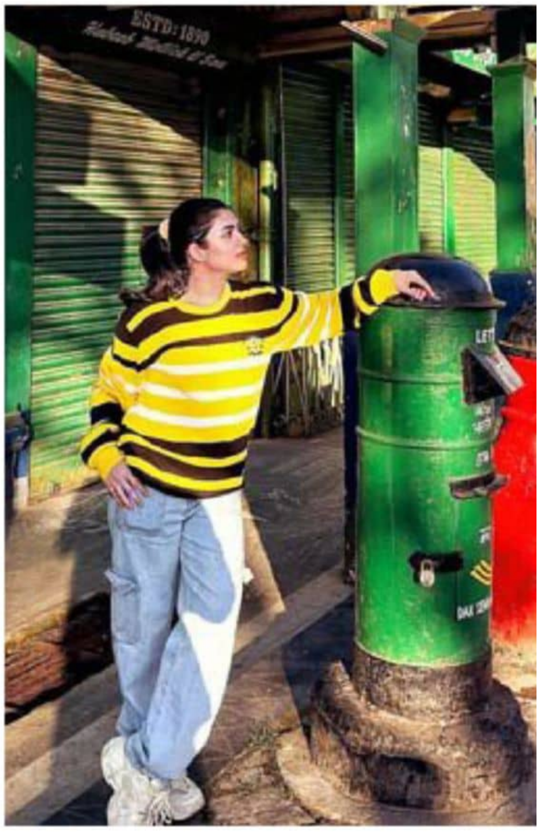
আসল সত্যি কোনটা?

বড় পর্দার ‘রাপ্পা রায়’ ফের ফিরছেন ছোট পর্দার। গুঞ্জন এমনই। ছোট পর্দায় ‘মেয়েবেলা’ ধারাবাহিক থেকে অর্পণের জনপ্রিয়তা পৌঁছেছিল তুঙ্গে। অর্পণ নিজেও স্বীকার করেন, তাঁর পরিচিতির প্রথম সিঁড়ি ধারাবাহিকই। যদিও অনেক আগে থেকে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত তিনি। এরপর ওয়েব সিরিজ় এবং সিনেমাতে কাজ করেছেন। এবার তাঁকে বড় পর্দায় গোয়েন্দা রূপে দেখা যাবে। একই সঙ্গে ছোট পর্দাতেও নাকি দেখা যেতে পারে অর্পণকে। বিপরীতে থাকবেন তিতিক্ষা দাস। এই নিয়ে প্রচারপর্বও শুরু হয়েছে। কিন্তু তা অফিশিয়ালি নয়। তাই এই খবরকে একেবারে ভুয়ো বলে দাবি করেছেন অভিনেতা। ছোট পর্দায় ফিরলেও খুব কম সময়ের জন্য ফিরতে চান তিনি। একটানা টেলিভিশনে কাজ করলে, অন্য কিছুতে মন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে... এমনটাই বক্তব্য অভিনেতার। তাই এখনই ধারাবাহিক নিয়ে ভাবছেন না।

অগোচরে একান্তে

তাঁদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে আনতে নারাজ রণজয় বিষ্ণু এবং শ্যামৌপ্তি মুদলি। একসঙ্গে একাধিক জায়গায় বেড়াতে গেলেও, একসঙ্গে ছবি দেওয়া যেন তাঁদের নিষেধ। তবে তাতে বিশেষ কোনও লাভ নেই। একই ধরনের ছবি দেখে, সবটাই অনুমান করা সম্ভব। সে কলকাতা হোক বা কাঞ্চনজঙ্ঘা। এখন তো তাঁরা পাহাড়ের কোলে সময় কাটাচ্ছেন। গোপনে, একান্তে। সদ্য শেষ হয়েছে রণজয়ের ধারাবাহিক ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’। শ্যামৌপ্তির হাতেও এখন তেমন কাজ নেই। হাওয়া বদলের ইচ্ছে ছিল দু’জনেরই। তাই বেরিয়ে পড়েছেন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। দু’জনের একসঙ্গে কোনও ছবি না থাকলেও, পাহাড়ের কোলে একই জায়গায় একাই ফ্রেমবন্দি হয়েছেন। কী অবস্থা!





■ রণজয়-শ্যামৌপ্তি একসঙ্গে দার্জিলিংয়ে



■ রুশা চট্টোপাধ্যায়

বছর দুয়েক পর

একে একে সকলেই ফিরছেন টেলিভিশনের পর্দায়। রনিতা, মধুমিতার পর এবার শোলাঙ্কিও। আসছে গৌরব এবং শোলাঙ্কির নতুন ধারাবাহিক 'মিলন হবে কত দিনে'। এই ধারাবাহিকের হাত ধরে প্রায় দু'বছর পর টেলিভিশনের পর্দায় ফিরছেন কৌশিক রায়। ধারাবাহিকের গল্পে থাকবে ত্রিকোণ প্রেমের ছোঁয়া। শোলাঙ্কির বিপরীতে একদিকে থাকবেন গৌরব, অন্যদিকে কৌশিক। জানা গিয়েছে, কৌশিকের চরিত্রটি মূলত নেতিবাচক। এর আগে একাধিক নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে কৌশিক রায় মানে, ভিন্ন স্বাদের কিছু। এবারেও সেই ভাবেই তাঁর চরিত্রটি লেখা হয়েছে। এই ধারাবাহিকে গৌরব এবং কৌশিক দু'জনেরই চরিত্র সমান গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন টেলিভিশনের পর্দা থেকে দূরে ছিলেন অভিনেতা। অবশেষে নিজেই ধারাবাহিকে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।



■ কৌশিক রায়

মা হলেন রুশা

অভিনয় ছেড়েছেন প্রায় দু'বছর আগে। কিন্তু নিজের কাজের জন্য আজও জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুশা চট্টোপাধ্যায়। 'তোমায় আমায় মিলে' সহ একাধিক ধারাবাহিকে তাঁর অভিনয় আজও মনে রাখার মতো। কিন্তু বিয়ের পর অভিনয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। লাইমলাইট থেকে শতহস্ত দূরে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও বেশ দূরে। ২০২৩ সালে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বিদেশে চলে যান রুশা। অভিনয়ও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু দীপাবলির মরশুমে হঠাৎ করেই চর্চায় রুশা। কারণ তিনি মা হয়েছেন। একরত্তি কন্যার সঙ্গে তাঁর ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ভাইরাল। যদিও সেই ছবি রুশা তাঁর গোপন অ্যাকাউন্ট থেকে আপলোড করেছিলেন। ছবিতে একরত্তি মেয়েকে কোলে নিয়ে রুশা জানিয়েছেন, 'অনুষার পক্ষ থেকে সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা'। না চাইতেও এখন লাইমলাইটে মা ও মেয়ে। এ কথা প্রমাণিত, অভিনয় জগত থেকে হারিয়ে গেলেও তাঁকে মনে রেখেছে সকলেই।

শেষ আর শুরু

যথেষ্ট ভাল টিআরপি থাকা সত্ত্বেও শেষ হচ্ছে দিব্যাণীর প্রথম ধারাবাহিক 'ফুলকি'। কিছু দিন পরেই প্রথম ছবির কাজ শুরু করবেন তিনি। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হবে তাঁকে। এত দিন ঠিক ছিল, ধারাবাহিক এবং সিনেমার কাজ একসঙ্গে করতে হবে তাঁকে। এ ব্যাপারে অভিনেত্রী নিজেও খুব চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু ধারাবাহিক শেষ হলে চিন্তামুক্তি। খুব শীঘ্রই ১০০০ পর্ব অতিক্রম করার কথা এই ধারাবাহিকের। তার আগেই টিআরপিতে এগিয়ে থাকা এরকম একটি প্রোজেক্ট নিয়ে গুঞ্জন। যদিও এই খবরে সিলমোহর দিতে নারাজ দিব্যাণী এবং তাঁর ধারাবাহিকের অন্যান্যরা। কিন্তু অভিনেত্রী যাতে দু'দিকেই সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারেন, সেই ব্যবস্থা রয়েছে। দিব্যাণীর সিনেমার শুটিং চলাকালীন ধারাবাহিকের গল্পে বদল আনা হবে। এতে সুবিধা হবে সকলের।



■ দিব্যাণী মণ্ডল



রশিদ খান

ক্রিকেটে সন্ত্রাস

সন্ত্রাসবাদী হামলার ছায়া ফের পড়ল ক্রিকেটে। পাকিস্তানের এয়ার স্ট্রাইক হামলায় নিহত আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটার। এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী নভেম্বরের ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে দল তুলে নিল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। এই সিরিজে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আফগানিস্তানের খেলার কথা ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা না-খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। তাতেই তিন জন ক্রিকেটার-সহ মোট আট জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। তিন ক্রিকেটারের নাম এবং ছবি প্রকাশ করেছে বোর্ড। নিহতেরা হলেন কবীর, শিবঘাতুল্লা এবং হারুন। আফগানিস্তানের তারকা ক্রিকেটার রশিদ খান সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। লিখেছেন, "পাকিস্তানের হামলায় আফগানিস্তানের নাগরিকদের মৃত্যুতে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। এই হামলায় অনেক মহিলা, শিশুর প্রাণ গিয়েছে। প্রাণ গিয়েছে তরুণ ক্রিকেটারদের, যাঁরা একদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ভাবে অসামরিক পরিকাঠামোয় হামলা বর্বরোচিত এবং অনৈতিক। এই ধরনের কাজ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, একে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।"

প্রবীণ অভিষেক!

৩৮ বছর বয়সটিকে এখন বিশ্ব ক্রীড়া জগতে যথেষ্ট প্রবীণ বলে গণ্য করা হয়। অবসর নেওয়ার সঠিক বয়স। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নেমে সেই অঙ্ককেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল পাকিস্তান। দলে অভিষেক ঘটল ৩৮ বছরের স্পিনার আসিফ আফ্রিদির। পাকিস্তানের হয়ে দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি বয়সের ক্রিকেটার হিসেবে লাল বলের ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে আফ্রিদির। আসিফের হয়তো আরও আগে অভিষেক ঘটতে পারত। ঘরোয়া ক্রিকেটে স্পট ফিক্সিং-এর কারণে পাক ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে নির্বাসিত করে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দু'বছরের জন্য তাঁর উপরে নির্বাসনের খাঁড়া নেমে আসে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আসিফের পরিসংখ্যান চমকে দেওয়ার মতো ছিল। ৫৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ১৯৮টি উইকেট। তাঁর বোলিং গড় মাত্র ২৫.৪৯!


আফ্রিদি



চুরির দায়ে

সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার ও নির্বাসিত ইতালির দুই সাঁতারু বেনেদেত্তা পিলাতো এবং চিয়ারা তারান্তিনো! দুই সাঁতারুকে ৯০ দিনের জন্য নির্বাসিত করেছে ইতালির সাঁতার সংস্থা। ২০২২ সালে বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রেস্টস্ট্রোকে সোনা জিতেছিলেন পিলাতো। এবার তিনি ৫০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। সিঙ্গাপুরে বিশ্ব অ্যাকোয়াটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হওয়ার পরে বালিতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন তাঁরা। ফেরার সময় সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরের 'ডিউটি-ফ্রি শপ'-এ প্রসাধন সামগ্রী চুরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন তাঁরা। আগামী ৯০ দিন দূরে থাকতে হবে পিলাতো ও চিয়ারাকে।

পিলাতো ও বেনেদেত্তা



খেলবেন কতদিন

টেনিস দুনিয়ার বিগ থ্রি-র মধ্যে এখনও খেলে চলেছেন নোভাক জোকোভিচ। বেশ কয়েকটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে কাছাকাছি গেলেও শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি তিনি। শেষ বার ২০২৩ সালের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতেছিলেন জোকোভিচ। তাঁর অবসর নিয়েও নানা জল্পনা শোনা গিয়েছে। তবে তিনি নিজে কিন্তু এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না। বয়স ৪০ পেরনোর পরেও জোকোভিচ পেশাদার টেনিস খেলে যেতে চান। তিনি বলেছেন, “আমি টেনিসে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকতে চাই। দেখতে চাই নিজেকে কত দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। সারা বিশ্বের খেলাধূলার দিকে তাকালে দেখা যাবে ৪০ বছরেও লেব্রন জেমস এখনও স্বমহিমায় বিরাজমান। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, টম ব্র্যাডিরাও স্বচ্ছন্দে প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করছেন, বয়স তাঁদের কাছে নিছকই সংখ্যামাত্র। আগামী কয়েক বছরে টেনিস আরও বদলাবে। আমি সেই পরিবর্তনের অংশ হতে চাই। সেই নতুন ধরনের টেনিসেও নতুন নতুন রেকর্ড গড়তে চাই।”



■ জোকোভিচ



ফিট অ্যান্ড ফাইন স্মৃতি

ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক তিনি। কয়েকদিন পরেই করবেন বিয়ে। তাই কীভাবে নিজেকে ফিট রাখছেন **স্মৃতি মন্ধানা**?

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ভবিষ্যতের অধিনায়ক তিনি। চলতি বিশ্বকাপ শেষ হলেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন স্মৃতি মন্ধানা। পাত্র, গায়ক পলাশ মুছল। তাই স্মৃতিকে নিয়ে কৌতূহল মানুষের মধ্যে বেশ বেড়েছে। বলতে গেলে, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের হার্টথ্রব তিনি। কারণ নিজেকে ফিট অ্যান্ড ফাইন রাখতে ভীষণ পছন্দ করেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। জানা নেই, এবারের বিশ্বকাপে ভারত আদৌ ভাল ফল করতে পারবে কি না। ফলাফল যা-ই হোক, ভবিষ্যতের ব্যাটন থাকবে স্মৃতির হাতেই। তাই তাঁর জীবন যাপনও থাকবে ফোকাসে।



■ হরমনপ্রীত ও জেমাইমার সঙ্গে ওয়র্কআউটে

ডায়েট প্ল্যান



■ স্মৃতি মূলত নিরামিষ খাবার খান, তবে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত প্রোটিনের জন্য ডিম খান।

■ তাঁর ডায়েটে থাকে সবুজ সবজির স্যালাড, সুপ এবং তাজা ফল।

■ প্রোটিনের পরিপূরক হিসেবে তিনি সয়াবিন এবং প্রোটিন শেকের উপরও নির্ভর করেন।

■ স্মৃতি প্যাকেটজাত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলেন। বাড়িতে তৈরি খাবার, বিশেষ করে তাঁর মায়ের হাতে তৈরি খাবারের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা।



স্মৃতির ওয়র্কআউট

■ স্মৃতির ওয়র্কআউটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শক্তি প্রশিক্ষণ। স্কোয়াট, ডেডলিফ্ট, লাঞ্জ এবং পুল-আপসের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সুস্থ রাখেন এবং এর মাধ্যমে তিনি পেশির শক্তি এবং ক্ষমতার উন্নতি ঘটান।

■ তিনি কার্ডিওভাস্কুলার অনুশীলনও করেন, যা তাঁর স্ট্যামিনা এবং ফিটনেস বজায় রাখতে সাহায্য করে।

■ পেটের পেশির জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাবস এক্সারসাইজ় এবং ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়ামও স্মৃতির রুটিনের অংশ।

■ মানসিক স্বচ্ছতা এবং শান্ত থাকার জন্য স্মৃতি যোগব্যায়াম এবং ধ্যান করেন, যার মধ্যে সূর্য নমস্কারও আছে।







নতুন প্রজন্ম, ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহল আর একাধিক

প্র দু'জনের একসঙ্গে প্রথম কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

সুরঙ্গনা: আমার তো খুবই ভাল। কাজের প্রতি ওর নিষ্ঠা দেখে আমি সত্যিই খুব অবাক হয়েছিলাম। সংলাপের প্রতিটা অংশ সৃজা হাইলাইট করে রাখে। আমি এর আগে কাউকে কখনও এরকম করতে দেখিনি। একেবারে মেধাবী ছাত্রীর মতো ও স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসে থাকে। ওর ব্যবহারও খুব ভাল। তবে ওর এই ভূতে ভয় পাওয়ার বিষয়টা আমার একেবারেই ভাল লাগেনি।

সৃজা: সুরঙ্গনাদি খুবই ঠান্ডা মাথার মানুষ। এই কারণে আমি এবং আমার মা, দু'জনেই ওকে ভীষণ পছন্দ করি।

সুরঙ্গনা: যতটুকু বুঝেছি তুইও খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ।

সৃজা: আসলে আমি খুব টেনশন করি...

সুরঙ্গনা: হ্যাঁ ও একটু টেনশন করে ঠিকই। কিন্তু সেটা কাজের জন্য এবং কাজের প্রতি যত্নশীল থাকার জন্য। কাজের এবং বয়সের দিক থেকেও ও অনেকটাই জুনিয়র, এই সময় তো চিন্তা হবেই।

সৃজা: সুরঙ্গনাদি সহঅভিনেত্রী হিসেবে খুবই ভাল। একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকার পরেও ফ্লোরে গিয়ে দেখেছি, অনেক কিছু ভুলে যাই। কিন্তু ও ফ্লোরে গিয়েই কাজের মুডটা অন করে নেয়, সেটা শেখার মতো। এটা তো আমার তৃতীয় প্রজেক্ট। কিন্তু এই প্রজেক্টে থিয়েটারসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেক কিছু শিখেছি। বড়দের সাহায্য না পেলে, তাঁরা জায়গা না করে দিলে, একজন নবাগতর পক্ষে ভাল কিছু করা কখনওই সম্ভব নয়। সুরঙ্গনাদি সেই দিক থেকে আমাকে সব সময় সাহায্য করেছে। আমি চিন্তা করলে পাশে থেকে বুঝিয়েছে। ভুল হলে ধরিয়ে দিয়েছে। এই ক'দিনে আমি একটা দিদি পাতিয়ে ফেলেছি।

প্র সুরঙ্গনা তো আপনার একটা খারাপ দিকও বললেন...

সৃজা: হ্যাঁ, আমি না আগে ভূতে ভয় পেতাম না। নেগেটিভ আর পজ়িটিভ এনার্জিতে বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু 'নিশির ডাক'-এর শুটিং জুড়ে আমি অনেক কিছুর সম্মুখীন



ঋদ্ধি ও তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে সুরঙ্গনা



দেবের সঙ্গে সৃজা

একসঙ্গে প্রথমবার কাজ করলেন **সৃজা দত্ত** এবং **সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়**। কেমন বন্ধুত্ব হল দু'জনের? ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাওয়া নিয়ে কী ধরনের ভাবনাচিন্তা পোষণ করেন বর্তমান প্রজন্মের দুই তারকা? তাঁদের মুখোমুখি

সাগরিকা চক্রবর্তী

হয়েছি। আমার মা ভয় পেয়ে আমাকে ওঝা দিয়ে ঝাড়িয়েও নিয়ে এসেছে। আউটডোর শুটিংয়ের প্রথম দিন থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এক সময় এমন পরিস্থিতি হয়েছিল, মনে হয়েছিল আমি আর চোখে দেখতে পাব না! চোখ সব সময় লাল হয়ে থাকত। বাড়ি ফিরে আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। প্রবল জ্বর, লিভারের সমস্যা দেখা দেয়। সেই থেকেই আমার মনে একটা ভয় থেকে গিয়েছে।

প্র শেষ কয়েক বছরে সুরঙ্গনা সিনেমার চেয়ে ওটিটিতে বেশি কাজ করেছেন। আপনার কি ওটিটি মাধ্যমের প্রতি কোনও বিশেষ ভালবাসা আছে?

সুরঙ্গনা: কাজ করছি না। কাজ পাচ্ছি। হ্যাঁ এটা ঠিক অনেক দিন কোনও ছবি করিনি। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' সদ্য মুক্তি পেলেও ওটা অনেক আগের শুটিং। গান এবং অভিনয় আমার প্রাথমিক জীবিকা অর্জনের জায়গা। তাই মাধ্যম যাই হোক না কেন, কাজ পাওয়াটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা সিনেমা নাকি সিরিজ়, তা নিয়ে ভাবি না। তাই যে চরিত্র পাচ্ছি, সেটাকে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে পর্দায় মেলে ধরাটাই আমার মূল লক্ষ্য। আসলে সব দিক ব্যালেন্স করে চলা খুব কঠিন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় অভিনয়ের কাজও করেছি, আবার ৪৮ ঘণ্টা জেগে থিসিস পেপারও জমা দিয়েছি। তাই ওরকম সময়ের মধ্যে দিয়ে আমি আর যেতে চাই না।

প্র এই প্রসঙ্গ উঠলে টেলিভিশনের কথাই বা বাদ থাকে কেন?

সুরঙ্গনা: আমি কোনও কাজ করলে নিজের ১০০ শতাংশ দিই। কিন্তু টেলিভিশনে সেটা দিলে, থিয়েটার বা গানের জন্য সময় থাকবে না। সেক্ষেত্রে দুটো দিকই ডুববে আমার জন্য।

সৃজা: আমি তো প্রায় নতুন বলা চলে এই ক্ষেত্রে। এখন আমার কাজ করার খিদে প্রবল। ব্যালেন্সের কথা মাথায় থাকে না। নতুন কিছু শিখতে চাই। ভাল ভাল পরিচালক, অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আর্ট ফর্মটার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রাখতে চাই। তা যে মাধ্যমেই হোক। হয়তো ভবিষ্যতে



ভাবনা-চিন্তা: সৃজা দত্ত এবং সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়



ছবি: প্রবীর মিত্র

■ সৃজা ও সুরঙ্গনা

আমার ভাবনা-চিন্তার বদল আসবে। কিন্তু কাজ নিয়ে জানছি। ইন্ডাস্ট্রিকে চিনছি। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করাটাই এখন আমার আসল লক্ষ্য।

প্র: এখন নারীকেন্দ্রিক ছবি ও সিরিজ়ের সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে অ্যাকশন ছবিতে অভিনেত্রীদের চরিত্রায়ণ নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যায়। সেখানে তাঁরা আইক্যান্ডি। বর্তমান প্রজন্মের তারকা হিসেবে এই দিকটা কীভাবে দেখেন?

সুরঙ্গনা: খুব সাধারণ পুরুষতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তা থেকে এই জিনিসগুলো উঠে আসে, যার প্রভাব পড়ে বাংলা ছবিতেও। আর এটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে এবং এখনও আছে। কিন্তু কমার্শিয়াল ছবি হোক বা আর্ট ফিল্ম, নারী-পুরুষ সকলের চরিত্র যদি সমান গুরুত্ব পায় এবং ভাল মানের হয়, তবেই সেই কাজটি সার্থক। যদিও সময়ের সঙ্গে



■ 'নিশির ডাক' সিরিজ়ের শুটিংয়ে তারকারা

সঙ্গে কমার্শিয়াল ছবিও ভাঙছে। তবে দেখুন আমি তো বলতেই পারি, আমি আউট অ্যান্ড আউট আইটেম গানে বিশ্বাস রাখি না। কিন্তু 'ওমকারা'-তে 'বিড়ি জ্বলাইলে'র প্রয়োজন মারাত্মক। কারণ সেটা প্লটের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই ওটাকে সাপোর্ট করব। তাই কোন ছবি কেমন হলে ভাল হয়, তার সংজ্ঞা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা।

সৃজা: বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা প্রযোজ্য। এই সময় দাঁড়িয়ে নারী চরিত্রকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'পরিণীতা' কিংবা



ছবি: প্রবীর মিত্র

‘বিনোদিনী’র মতো ছবি তো বাংলায় হচ্ছে।

সুরঙ্গনা: হ্যাঁ, আসলে সব কিছুর জন্যই সময় লাগে। পশ্চিমে যে বদলটা দ্রুত হবে, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে সেই বদলটা কি ততটা দ্রুত হয়? বৈচিত্রের মধ্যে বদল আনাটা সময়সাপেক্ষ।

প্র শেষ কয়েক বছরে সুরঙ্গনার পরপর ভৌতিক ঘরানার ছবিতে কাজ করার কারণ কী?

আমি নিজেও জানি না। হরর ছবি দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। গল্পের বইও পড়ি। বিশ্বাস করি না, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমাকে কেন বারবার এই ধরনের প্রজেক্টে কাস্ট করা হয় জানি না। ‘পর্ণশবরীর শাপ’, ‘নিকষ ছায়া’, ‘নিশির ডাক’... পরপর তিন বছর ভৌতিক সিরিজ়ে কাজ করলাম। তার আগে তো ‘ভূত চতুর্দশী’ করেছি। ‘গয়নার বাক্স’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’র মতো কমেডি হররও করেছি। যেমন কাজ আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি করার চেষ্টা করেছি। আর এতগুলো কাজের পর বুঝেছি, এই ধরনের ছবি বা সিরিজ় পর্দায় তুলে ধরা এবং তা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা সবচেয়ে কঠিন।

প্র কাজ পাওয়ার প্রসঙ্গে দু’জনের কাছেই জানব, কেমন চরিত্রের খোঁজে থাকেন?

সৃজা: ‘টেক্কা’র পর পড়াশোনার জন্য একটা লম্বা বিরতি নিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর ঠিক করেছিলাম, গল্প ভাল হলে তবেই এগোবো। প্রস্তাব অনেক পেয়েছিলাম, কিন্তু কোনওটাই মনের মতো হয়নি। এই বিরতির পর ‘নিশির ডাক’-এর গল্পটা আমার বেশ ভাল লেগেছিল। আসলে আমি নতুন আর এর আগে সিরিজ় করিনি। তাই না করিনি। আমি কোন কাজটা করতে চাই, সেটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই কাজটা থেকে কী শিখতে পারছি, সেটাও জরুরি।

সুরঙ্গনা: এমনিতেই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে লোকসংখ্যা বেশি, কিন্তু কাজ তো অনেক বেশি হয় না। তাই কাজের সুযোগও কম আসে। আর আমি সেই স্তরের অভিনেত্রীও নই যে, আমার কাছে অনেক প্রস্তাব এসে জমা হয়ে আছে, আর আমি বাছাই করছি। আমার কাছে কাজ আসাটাই বড় কথা। বেছে নেওয়ার মতো বিলাসিতা আমার নেই। খুব সন্তুষ্ট না হলেও, আমাকে অনেক কাজ করতে হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি যা যা



■ ‘টেক্কা’ ছবির প্রিমিয়ারে সৃজা, রুক্মিণী এবং আরিয়ান



■ পুরনো বন্ধুত্ব। ঋতব্রত, সুরঙ্গনা ও ঋদ্ধি।

কাজের সুযোগ পেয়েছি বা যে যে মানুষদের সঙ্গে কাজ করেছি, তার জন্য নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি। আর তাছাড়া আমরা সকলেই জানি এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাওয়াটা কতটা অনিশ্চিত। তাই বাবা-মায়ের সাপোর্ট ছাড়া অভিনয় বা গানকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে পারতাম না।

সরসো কা সাগ: আয়ুষ্মান খুরানা

পঞ্জাবি পুত্রর মন পঞ্জাবি খানায় থাকবে, সে তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রাজমা-চাউল নয়, আয়ুষ্মানের পছন্দের পঞ্জাবি খাবার সরসো কা সাগ। মক্কে দি রোটির সঙ্গে তার যুগলবন্দি তো নতুন কিছু নয়। তবে অভিনেতা যে-কোনও কিছুর সঙ্গেই খেতে পারেন তাঁর পছন্দের এই পদটি।



সরসো কা সাগ



মাখন



পেঁয়াজ



পালং শাক

চণ্ডীগড়ের ছেলে আয়ুষ্মান খুরানা। পঞ্জাবি হলেও সব ধরনের খাবারেই মন তাঁর। তবে পঞ্জাবি খানা যে তাঁর ভালবাসা সে কথা অনস্বীকার্য। রাজমা-চাউল নয়, তাঁর সবচেয়ে পছন্দের খাবার সরসো কা সাগ। সঙ্গে মক্কি দি রোটি ছাড়াও থাকতে পারে বাটার নান বা পরোটা। তাহলে দেখে নেওয়া যাক তারকা আয়ুষ্মানের পছন্দের পদের সহজ রেসিপি।



আয়ুষ্মান খুরানা

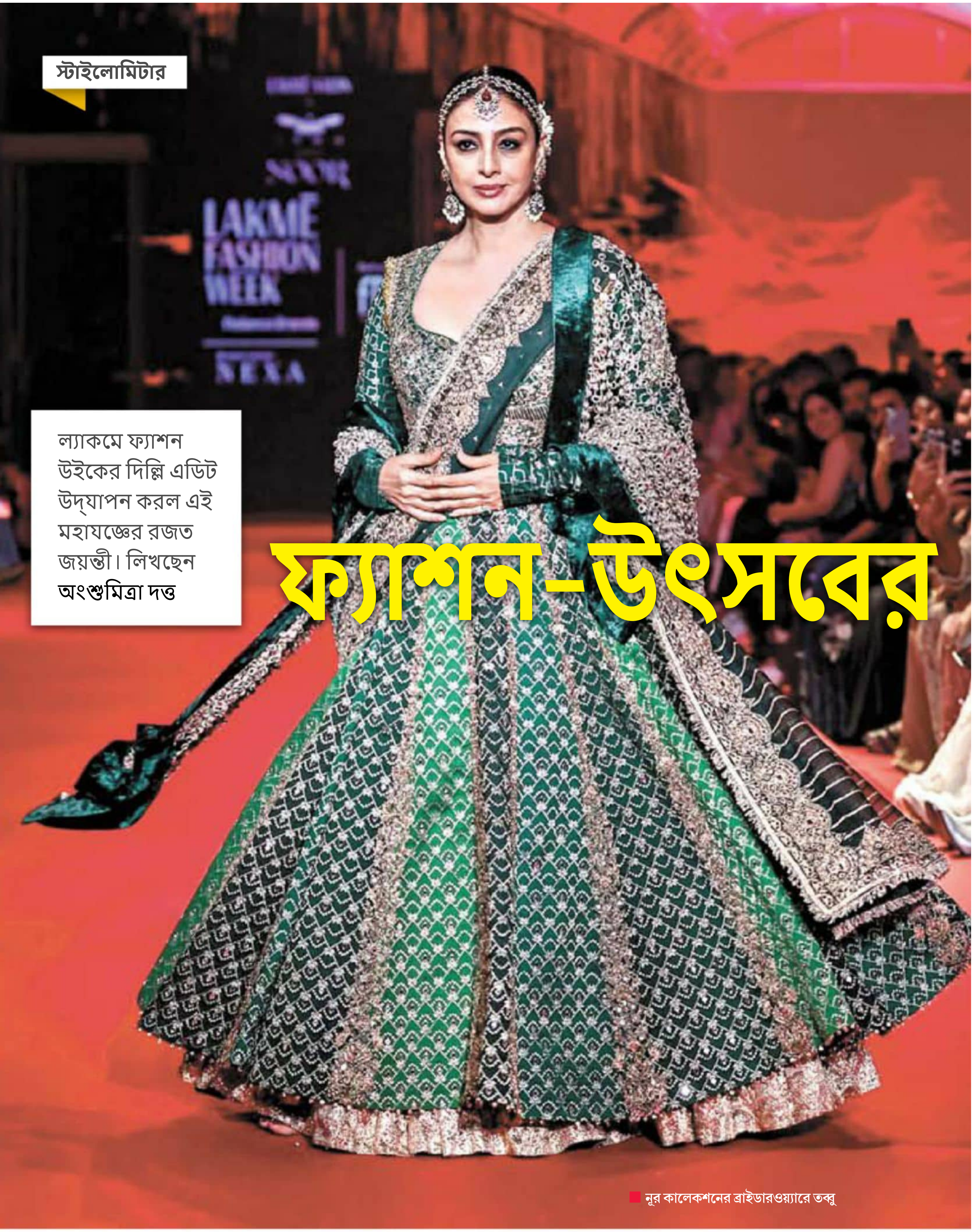
উপকরণ: সরসে শাক ৩৫০ গ্রাম, পালং শাক ২৫০ গ্রাম, বেথুয়া শাক ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৩ টে, রসুন ৪-৫ কোয়া, আদা বাটা ৩ চামচ, কাঁচালঙ্কা ৫ টি, ভুট্টার আটা ১ কাপ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চামচ, গরম মশলা ১/২ চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চামচ, ঘি ৭৫ গ্রাম

প্রণালী: প্রথমে অল্প জল ও নুন দিয়ে তিন রকমের শাক প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নিতে হবে। সেদ্ধ হলে ঠাণ্ডা করে, ভাল করে পেস্ট কতে নিতে হবে। এরপর ওই পেস্টে ভুট্টার আটা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে একে একে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, ধনেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ভাল করে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। এরপর ওই মশলায় শাক ও ভুট্টার মিশ্রণ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে। মিনিট দশেক পর উপর থেকে ঘি এবং গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিলেই প্রস্তুত জনপ্রিয় পঞ্জাবি পদ সরসো কা সাগ। আয়ুষ্মানের মতো মক্কি দি রোটি ছাড়াও, পরোটা কিংবা বাটার নান দিয়ে পরিবেশন করা যেতে পারে। সবেতেই এই পদ সেরা।

স্টাইলোমিটার

ফ্যাশন-উৎসবের

ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের দিল্লি এডিট উদ্‌যাপন করল এই মহাযজ্ঞের রজত জয়ন্তী। লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**



■ নূর কালেকশনের ব্রাইডারওয়্যারে তব্বু

পঁচিশ বসন্ত

ল্যাকমে ফ্যাশন উইক মানেই এদেশের সব চেয়ে বড় ফ্যাশন প্রচার মাধ্যম। ২০২৫-এর হেমন্তে ষাণ্মাসিক এই ফ্যাশন-উৎসব পা দিল পঁচিশ বছরে। দিল্লির বসন্তকুঞ্জের পাঁচতারা হোটেলে ৮ থেকে ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল ফ্যাশন উইক, ফ্যাশন ডিজ়াইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (এফডিসিআই) আয়োজনে। এবছরের থিম, উত্তরাধিকার। ফ্যাশন উইকের ২৫ বছরের ঐতিহ্য তৈরিতে যে বর্ষীয়ান ডিজ়াইনারদের অবদান এবং সে ঐতিহ্য ভবিষ্যতে যে নবীনরা এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তাঁদের একত্রিত করার কাজটি করেছে কাউন্সিল। এফডিসিআই-এর সিইও সুনীল শেঠির কথায়, "পঁচিশ বছরের



'সইয়ারা' গার্ল অনীত পড্ডার ফ্যাশন শো ডেবিউ



পঙ্কজ ও নিধির সঙ্গে শো-স্টপার মৃণাল ঠাকুর



■ ডিজ়াইনার নিকিতা মাইসলকরের সঙ্গে বাণী কপূর

উদ্‌যাপনে আমরা ফ্যাশন উইককে রাজধানী দিল্লিতে ফিরিয়ে এনেছি। তবে এবারও আমাদের লক্ষ্য নতুন ফ্যাশনকে এই মাধ্যমে পরিবেশন করা, নতুন বাজার তৈরি করা এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে বাণিজ্যের মেলবন্ধন ঘটানো।”
আর্থ ডিজ়াইনসের নূর কালেকশনের জন্য একটি ব্রাইডাল কলিদার পরে বহুবছর পর ফ্যাশন মঞ্চে শো-স্টপার হিসেবে পাওয়া গেল তব্বুকে। অবশ্যই ফ্যাশন উইকের বিশেষ চমক ছিল তব্বুর ক্যাটওয়াক। আবার তাঁর পাশে ফিনালের চমক ছিল ২০২৫-এর সেনসেশন অনীত পড্ডা! ‘সইয়ারা’ ছবির সাফল্যের পর অনীত সফলভাবে হাঁটলেন তরুণ তাহিলিয়ানির ডিজ়াইন করা কাস্টম-মেড শাড়ি পরে। পঙ্কজ ও নিধি ডিজ়াইনার জুটির জন্য শো-স্টপার হলেন মৃণাল ঠাকুর।
নবীন ডিজ়াইনার নিকিতা মাইসালকরের ‘বিয়ন্ড’ কালেকশনের লেহেঙ্গা পরে হাঁটলেন বাণী কপূর। ‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এ দর্শকের মন জয় করার পর অভিনেত্রী সেহের বাম্বা মঞ্চে রিচা খেমকার করসেট অনসম্বল পরে হেঁটেও মন জয় করলেন। অনীত প্রথমবার ফ্যাশন মঞ্চে খানিক লাজুকভাব দেখালেও, সেহেরকে যথেষ্ট প্রত্যয়ী মনে হয়েছে। সংযুক্তা দত্তের ডিজ়াইন করা মেখলা পরে বহুদিন পর ফ্যাশন মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন নীলম কোঠারি। জিগর ও নিকিতা জুটির ‘বিজুয়েল’ কালেকশনের মুখ হিসেবে একদিকে যেমন ছিলেন অভিজ্ঞ ডায়ানা পেন্টি,



■ সত্য পলের সিগনেচার স্যাটিন শাড়িতে অদিতি রাও হায়দরি





রিচা খেমকার শোয়ের আকর্ষণ সেহের বাম্বা


NIKITA
LAKMĒ
FASHION
WEEK
NEX


ABRAHAM





■ (উপরে) সংযুক্তা দত্তর ডিজ়াইনার মেখলায় নীলম কোঠারি। (নীচে) অভিনেতা থেকে শো-স্টপার হলেন বিশাল জেঠওয়া



অন্যদিকে ‘মর্দানী ২’, ‘হোমবাউন্ড’ খ্যাত বিশাল জেঠওয়া। এটি বিশালের গ্ল্যামার দুনিয়ায় প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। অদিতি রাও হায়দরি সত্য পলের ক্লাসিক স্যাটিন শাড়ি পরে নজর কাড়লেন সকলের। বিশালের মতোই এব্র্যাহাম অ্যান্ড ঠাকুর জুটির জন্য মঞ্চে হাঁটলেন নবাগত বীর পাহাড়িয়া। ‘স্কাইফোর্স’ সিনেমায় এবছরই তাঁর ডেবিউ হয়েছে। যদিও এমনিতে সারা আলি খানের প্রাক্তন এবং তারা সুতারিয়ার বর্তমান প্রেমিক হিসেবে অনেকদিন চর্চায় রয়েছেন তিনি।

সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ়ে উপরোক্ত সকলকেই আমরা দেখেছি, কিন্তু ফ্যাশন উইকে গ্ল্যাম অবতারে তাঁদের প্রবেশ ‘অফস্ক্রিন’ স্বপ্নেরই সফল হওয়া বই কী! চরিত্র যতই ডি-গ্ল্যাম হোক, ফ্যাশনের জাদুদণ্ডে গ্ল্যামারাস হয়ে উঠতে কোন অভিনেতাই না চায়!



ফোটো: অভিজ্ঞান রায়

গানের ফেরিওয়ালা অমিত

‘বুল্লেয়া’, ‘মনওয়া ইমোশন’, ‘গলতি সে মিসটেক’, ‘সজন রেডিও’...তাঁর কেরিয়ারে একাধিক হিট গান রয়েছে। যদিও নিজেকে এখনও গানের ছাত্র মনে করেন **অমিত মিশ্র**। শুনলেন **আসিফ সালাম**

‘বুল্লেয়া’ আপনার কেরিয়ারের সিগনেচার গান। এই গানের সাফল্যের পর আপনার জীবন কতটা বদলেছে?

‘বুল্লেয়া’ আমাকে গ্লোবাল রেকগনিশন দিয়েছিল আসলে। তারপর থেকে গানের প্রস্তাবও অনেক বেশি আসতে থাকে।

লখনউতে একটি ব্যান্ড ছিল আপনার। সেখান থেকে বলিউডের জার্নিটা কেমন?

আমার পরিবারের কেউ গানের সঙ্গে প্রফেশনালি যুক্ত না থাকলেও, সকলেই গান শুনতে খুব ভালবাসেন। আমার বোন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশিক্ষণও নিয়েছে। সেই থেকে আমার মধ্যেও গানের প্রতি একটা প্রেম জন্মায়। লখনউতে আমার একটা মেটাল ব্যান্ড ছিল, যার নাম ছিল ‘তৃষ্ণা’।



প্রীতমকে নিজের অন্যতম মেন্টর হিসেবে মানেন অমিত

আগেই বললাম আমাকে সেভাবে স্ট্রাগল করতে হয়নি। আর আমি মনে করি, আপনার মধ্যে 'জুনুন' থাকা চাই, সে আপনি যা-ই করুন না কেন। আপনি যদি কুস্তিগীর হতে চান, তা হলে আপনাকে শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। আমার মধ্যে বাবা-মা গান নিয়ে সেই প্যাশন দেখেছিলেন, তাই এগোতে দিয়েছিলেন। গান গাওয়ার আগে আমি খেলোয়াড় হতে চাইতাম। তবে যত সংখ্যক গান রিলিজ় হয়েছে, তার তুলনায় অনেক বেশি রিজেকশন পেয়েছি। কিন্তু সেগুলোকে আমি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবেই ধরি। ট্রেনিং সেশন হিসেবে ধরি। অনেক কম্পোজ়ার আমাকে বলেছিলেন, আমার মাইক্রোফোন ফ্রেন্ডলি ভয়েস। বলিউডে এটাই সাহায্য করেছিল। পারফর্মিং আর্টস থেকে টেকনিক্যাল বিভাগ, প্রচুর গুরুর সান্নিধ্য পেয়েছি। এখনও রিজেকশনের মুখোমুখি হই।

বলিউডে অনেক স্ক্যাচ গাইতে হয়। হয়তো আপনি কোনও গান গাইলেন, সেই গান আবার অন্য শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ানো

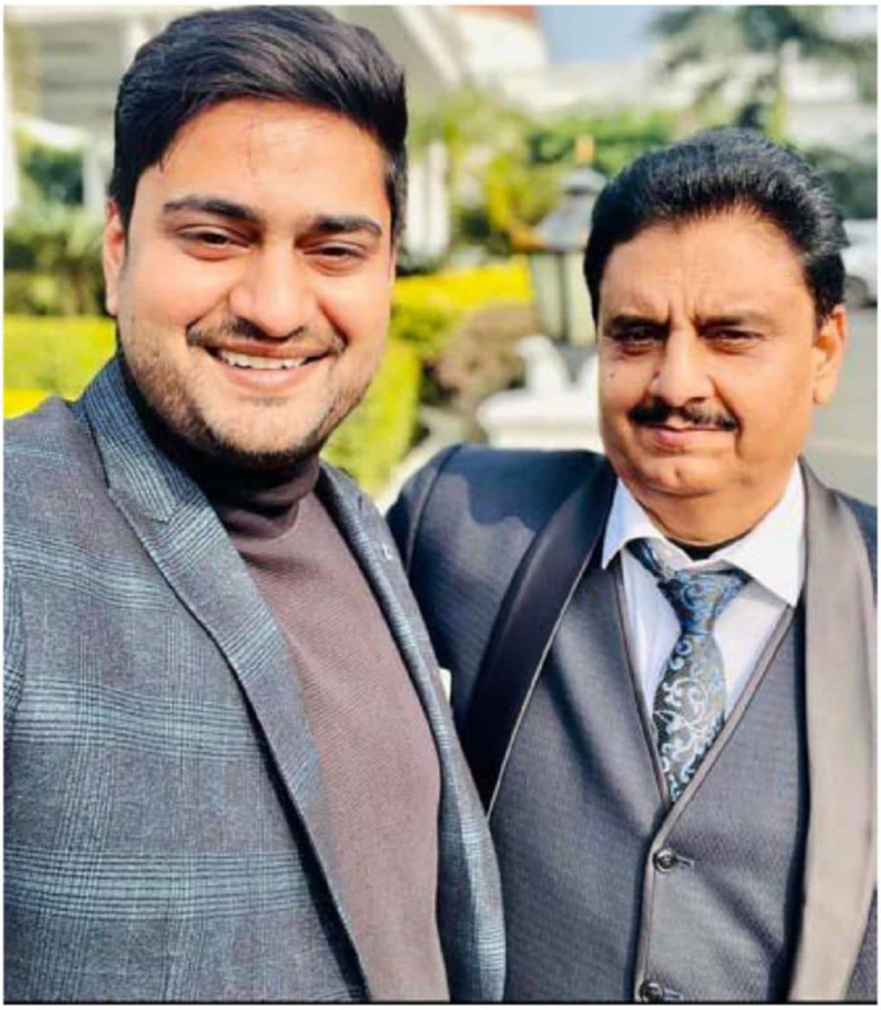
সেখান থেকে বলিউডে আসার চ্যালেঞ্জ কেমন ছিল?

আমার মনে হয়, সব পেশারই শুরুতে একটা চ্যালেঞ্জ থাকে। আমাকে খুব যে স্ট্রাগল করতে হয়েছে, তা নয়। আমি মিউজ়িককে বেছে নিইনি, মিউজ়িক আমাকে বেছে নিয়েছিল। কৈলাশ খের আমার ব্যান্ডের নাম দিয়েছিলেন। একটি সর্বভারতীয় চ্যানেলে গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম। সেখানেই কৈলাশস্যারের সঙ্গে আলাপ। তারপর মুম্বই আসা প্লেব্যাক সিঙ্গার হতে। একাধিক সঙ্গীত পরিচালককে অ্যাসিস্ট করেছি। এভাবেই শুরু, এখনও শিখছি।

আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িকে আছেন, বলিউডে প্লেব্যাকও করেছেন। কোনও পার্থক্য খুঁজে পান?

আমি ইন্ডি মিউজ়িক বা ফিল্ম মিউজ়িক, এভাবে আলাদা করে দেখি না। আমার কাছে সঙ্গীত সঙ্গীতই। সম্প্রতি বি প্রাকের জন্য একটি গান গাইলাম, ওটি ইনডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িক। মানুষের পছন্দ হয়েছে। বাংলা, তেলুগু, মরাঠি ছবিতেও গেয়েছি। 'টিউবলাইট', 'রেস থ্রি', 'ভোলা'র মতো বড় ছবিতে গেয়েছি।

আমরা আজকাল মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এত কথা বলছি। শিল্পীদের ক্ষেত্রে পেশাগত চাপ নিয়ে কী বলবেন?



বাবার সঙ্গে অমিত মিশ্র



■ নিজের মেটাল ব্যান্ড ‘তৃষ্ণা’র সদস্যদের সঙ্গে

হল। কী মনে হয়?

‘হম দো হমারে দো’র একটা গান ছিল, যেটা অরিজিন্যাল ভার্শন কুনাল গাঞ্জাওয়ালা গেয়েছিলেন। আমি ওর মেডলি ভার্শন গেয়েছিলাম। তবে এখনও স্ক্র্যাচ গাই, আমার গানও অন্য কেউ স্ক্র্যাচ গান। ইটস আ প্রসেস। তবে কারও স্ক্র্যাচ ভার্শন ভাল হলে কম্পোজ়াররা কিন্তু সেটাই রাখেন। কিছু কিছু গানের ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, পোস্ট প্রডাকশনের সময়ে না থাকার জন্য গান হাত থেকে বেরিয়ে গেল। কারণ, কোন টেক সবচেয়ে ভাল হয়েছে, সেটা গায়কই বুঝবেন।

আপনি তো খেলাধুলোর প্রতিও খুব আগ্রহী।

গায়ক না হলে খেলোয়াড় হতাম। স্কুলে ভলিবল খেলতাম। ক্রিকেটও খেলতাম। তবে গানের উপর ফোকাস ছিল বরাবর। এখনও ইচ্ছে আছে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেওয়ার, চাষবাস করতেও খুব ভাল লাগে।

এখন চারিদিকে এত কম্পিটিশন, ওয়ান সং ফেম পেয়ে অনেক গায়কই হারিয়ে যান। আপনার কোনও নিরাপত্তাহীনতা বোধ হয়?

ইন্ডাস্ট্রি রেকগনিশন ‘মনওয়া ইমোশন’ থেকেই পেয়েছিলাম। একটু আগে আপনি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলছিলেন। যে বিষয়গুলো আমাদের হাতে নেই, সে সব বিষয়ে প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হয়। ব্যর্থতা আসবেই। তা সাফল্যেরই অংশ। তবে সফল বা ব্যর্থ হওয়ার জন্য আগে অ্যাটেম্প্ট করা জরুরি। একটু আধ্যাত্মিক হওয়া জরুরি, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো জরুরি, একটু ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন হওয়াও জরুরি। ভাল মানুষদের সান্নিধ্যে থাকা জরুরি। একটা সময়ে আমার অনেক গান রিলিজ় হত, কিন্তু হিট হচ্ছিল না। বাবাকে ফোন করলাম, বললাম যে পারিবারিক ব্যবসায় আসি। বাবা আমাকে আরও পাঁচ বছর সময় দিতে বলেছিলেন। একটা সময়ে আমরা নিজেদের স্বপ্ন সত্যি করার চেষ্টা করি, একটা সময়ে বাবা-মায়ের স্বপ্ন সত্যি করার তাগিদ থাকে। একটা ব্যালান্স থাকা জরুরি। মেন্টাল হেলথের জন্য সকালে উঠে মেডিটেশন করা জরুরি। ভোর পাঁচটায় উঠি। আমাদের কোনও রুটিন থাকে না, তা সত্বেও এই নিয়ম আমার। তাই ডিপ্রেশন হয় না। বিদেশে গিয়ে দেখেছি ওদের নাইটলাইফ দু’টোয় শেষ হয়ে যায়, আমাদের নাইটলাইফ দু’টোয় শুরু হয়। একটা সময়ে স্টুডিয়োই আমার নাইটলাইফ ছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ আমার ফোকাস ধরে রাখার জন্য।

টেকনোলজির কথা বলছি আমরা সব ক্ষেত্রে। গানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কি মেলডি ধ্বংস করছে?

টেকনোলজি মেলডি তৈরি করতে পারে না। প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে, সেই হিসেবে সাউন্ডস্কেপও বদলাবে। যেভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ঢুকে পড়ছে, আমরা একদিনও প্রযুক্তি ছাড়া থাকতে পারব না। কিন্তু প্রযুক্তির কাছে ইমোশন নেই। তবে সবকিছুকে যদি সদর্থক ভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে পৃথিবী আরও উন্নত হবে। আমার মনে হয়, এআই-ও ভাল। যদি সঠিক ভাবে ব্যবহার করা যায়।

বলিউডে লবি নিয়ে প্রচুর কথা হয়। আপনার অভিজ্ঞতা কী বলে?

লবি তো আছে। ধরুন, বেশ কয়েক জন মানুষের চিন্তাভাবনা একরকম, তাঁরা একসঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করেন। লবি ঠিক নয়, গ্রুপ তৈরি হয়। ভাইবস ম্যাচ করে ওঁদের। শুধু লবি থাকলে ইন্ডাস্ট্রি চলত না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার টিম, আমার ব্যান্ডও লবি।

অরিজিৎ সিংহের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

অরিজিৎস্যারের সঙ্গে স্টুডিয়োয় যখনই দেখা হয়েছে, হি হ্যাজ় বিন ভেরি কাইন্ড টু মি। আমি ওঁকে স্যর বলি, উনি বারণ করলেও। উনি যখন তারকা, তখন আমরা নেহাতই শিশু! স্টুডিয়োয় হাই নোট নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে। ‘তেরি সাঁসো মে’ গানটিতে প্রথমবার টিমআপ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার

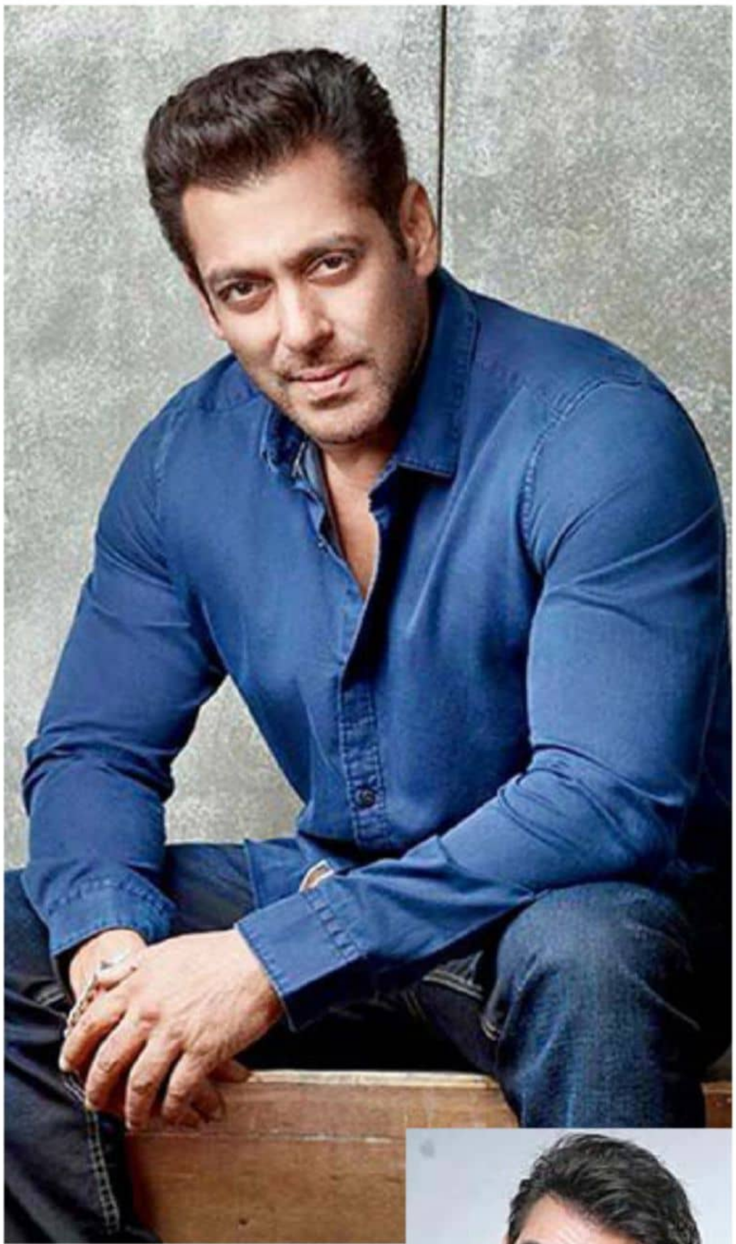


■ একটি অনুষ্ঠানে বাদশার সঙ্গে সেলফি

দুর্ভাগ্য সেই গানে অরিজিৎস্যারের সঙ্গে আমার নাম দেওয়া হয়নি। আমি জানি না কেন। পরিচালক সুনীল দর্শন হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন আমার নাম দিতে!

আর একজন মানুষের কথা বলতেই হয়, প্রীতম...

উনি মেন্টর, অভিভাবক, বন্ধু। এক জীবনে নানা ভূমিকায় পেয়েছি ওঁকে। খুব পরিশ্রমী। ওঁর সেন্স অফ হিউমর খুব ভাল। খেতে ভালবাসেন। বাঙালি খাবার খেতে ভালবাসি আমি। লুচি, মানে আমরা যাকে পুরি বলি। পুরি ভাজি আর চা। সকালের ব্রেকফাস্টে এটা ওঁর এবং আমার, দু’জনেরই প্রিয়।





সলমন খান। ইনসেটে আরবাজ়

ভাইজান খান খান

তারকা খানদের নিজেদের ভাইদের সঙ্গে কী সমস্যা কে জানে। আমির খানের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে কয়েক বছর ধরেই খড়্গহস্ত হচ্ছেন ফয়জ়ল খান। এবার সলমন এবং তাঁর প্রাণের ভাই আরবাজ় খানের সম্মুখ সমরের কথা সামনে এল। আর এই অভিযোগ সামনে এনেছেন 'দবং' ছবির পরিচালক অভিনব কশ্যপ। তাঁর কথায়, সলমন নাকি ছবির সম্পাদনার সময় আরবাজ়ের সমস্ত দৃশ্য কেটে দিতেন। তাঁর মধ্যে নাকি প্রবল নিরাপত্তাহীনতা ছিল। এবং এই নিয়ে সলমন ও আরবাজ়ের মধ্যে একবার তীব্র ঝগড়াও হয়। সলমন রেগে বাসনপত্র ছুড়ে দেন! ছবির সম্পাদককে 'অপহরণ' করে তাঁর ফার্মহাউসে পর্যন্ত নিয়ে চলে গিয়েছিলেন! এ কি সত্য? নাকি সিনেমার মধ্যে সিনেমা? আর যদি একথা মিথ্যেই হবে, তা হলে ভাইজানরা চুপচাপ তা সহ্য করছেন কী করে?

ঝগড়ায় প্রচার

বিগ বস প্রতিবারই অনামী, অখ্যাতদের জাতীয় স্তরে পরিচিতি দিয়ে থাকে। বছরখানেক আগে শেহনাজ় গিল নামের এক অভিনেত্রীকে বিপুল পরিচিতি দিয়ে দিয়েছিল। এই সিজ়নেও তার অন্যথা হচ্ছে না। কিন্তু মুশকিল হল, এই স্ক্রিপ্ট অত্যন্ত চেনা ছকে পড়ে যাচ্ছে। যেন 'আসুন ঘরে, পরিচিতি দেব' ছকেই চলছে এই সিজ়ন। আর এবার ফোকাসে রয়েছেন মালতী চাহর। নাম শুনে চিনতে না পারলে চিনিয়ে দিই, ইনি ক্রিকেটার দীপক চাহরের বোন। আইপিএলের স্ট্যান্ডে ভাইয়ের খেলা দেখতে এসেছিলেন, তারপর থেকে ভাইরাল হয়ে যান। এবার তিনি এসেছেন ঘরে এবং ঝগড়াঝাটি এবং বদমেজাজই যেন তাঁর লাইমলাইট নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই চেনা চক আর কতদিন?



মালতী চাহর



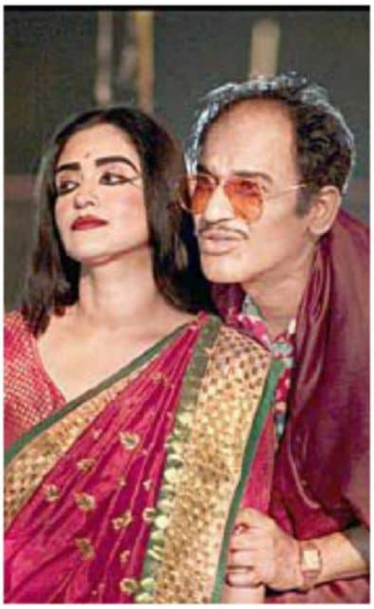
বনি-কৌশানী

বিয়ে বিয়ে গুঞ্জন

বাতাসে গুঞ্জন এবছরের শেষে বনি-কৌশানী বাগদান সেরে ফেলছেন। অনেকবছর ধরে তাঁরা সম্পর্কে রয়েছেন। ফলে বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এবং সেটা সুকৌশলে এড়িয়ে যান যুগলে। এই গুঞ্জন নিয়ে বনির মা পিয়া সেনগুপ্ত সম্প্রতি বলেছেন, কৌশানীর কেরিয়ার এখন তুঙ্গে। তিনি নিজের মেয়ের মতোই দেখেন কৌশানীকে। এই সময়ের বিয়ের দায়িত্ব তাঁর উপর চাপিয়ে দিতে চান না। এটি গুঞ্জন চাপা দেওয়ার চেষ্টা, নাকি সত্য, বলা মুশকিল। এমনিতে বিভিন্ন সূত্রের খবর ২০২৪-এই নাকি গাঁটছড়া বাঁধার কথা ছিল বনি-কৌশানীর। অনিবার্য কারণবশত (সম্ভবত ইডি-র দফতরে বনির ডাক পড়ায়) তা সম্ভব হয়নি। এবছর কি তা হলে বিয়ের সানাই বাজবে?

‘নধরের ভেলা’ এবার কিফে

আগামী ৬ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। আর শুরুর আগেই সম্মান প্রাপ্তি ঘটল প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য পরিচালিত, ঋত্বিক চক্রবর্তী, অমিত দাস অভিনীত ছবি ‘নধরের ভেলা’র। একমাত্র ভারতীয় ছবি হিসেবে এটি চলচ্চিত্র উৎসবের international competition section, Innovation in Moving Images বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে। প্রদীপ্তর এই ছবিটি ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিযোগিতায় ভাল ফলই করবে ছবিটি। প্রসঙ্গত, এবারের প্রতিযোগিতার ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড। আর বিশেষ করে পরিযায়ী সমস্যার উপর বিভিন্ন দেশের ছবি দেখানো হবে। উদ্‌যাপন করা হবে ঋত্বিক ঘটকের জন্ম শতবর্ষও।



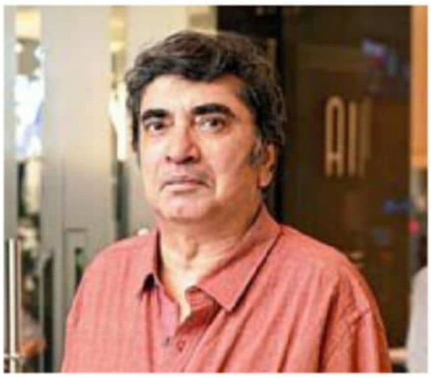
‘নধরের ভেলা’র একটি দৃশ্য



আবীর চট্টোপাধ্যায়

মিটল আবীর-অনীক দূরত্ব

শুধু একটি চুক্তির ভিত্তিতে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল অনীক দত্ত এবং আবীর চট্টোপাধ্যায়ের। উইন্ডোজ় প্রোডাকশনসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বলে আবীর ‘রক্তবীজ ২’-এর যাবতীয় প্রচারে ছিলেন। ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’-এর প্রচারকার্যের সঙ্গে যুক্তই থাকেননি। তার ফলে প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান এবং পরিচালক অনীক দত্ত আবীরকে নানাভাবে দোষারোপ করেন। তাও আবীর ছবির প্রিমিয়ার এবং সাকসেস পার্টিতে পর্যন্ত ছিলেন না। যাই হোক, পুজোর ছবি রিলিজ়ের পরে উন্মাদনা খানিক কমতে দেখা গেল, সম্পর্কের শৈত্যের বরফ কিছুটা গলেছে। কিছুদিন আগে ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’-এর একটি স্পেশ্যাল স্ক্রিনিং রাখা হয়েছিল। সেখানে আবীর উপস্থিত হন এবং অনীক দত্তর সঙ্গে বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যাবতীয় সমস্যা মিটে যায়। বোঝা গিয়েছে, আবীর উপস্থিত থাকবেন বলে সম্মতি দেওয়ার পরেই এই স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন প্রযোজক।



অনীক দত্ত



■ জিৎ

নতুন শুরু

স্বাধীনতা সংগ্রামী অনন্ত সিংহের জীবন অবলম্বনে তৈরি হওয়া নতুন ছবি 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছেন জিৎ। জিতজ় ফিল্মওয়র্কস এবং নন্দী মুভিজ়-এর যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হওয়া এই বায়োপিকের পরিচালকের আসনে দেখা যাবে পথিকৃত বসুকে। ছবিটি অ্যানাউন্স হয়ে যাওয়ার পরেও শুট শুরু না হওয়ায় একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল আদৌ ছবিটা দিনের আলো দেখবে কি না। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ছবির ঘটা করে মহরত অনুষ্ঠান করে শুট শুরু হল। শোনা যাচ্ছে, এই ছবিতে জিতকে মোট আটটা লুকে দেখা যাবে এবং প্রতিটি লুকই নাকি চমকে দেবে। সূত্র বলছে, অনন্ত সিংহের জীবনের কৈশোর থেকে শুরু করে শেষ দিন অবধি ধরা হবে ছবিতে। জিতের পাশাপাশি ছবিতে রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী ও রজতাভ দত্ত। ছবিতে সুর দিচ্ছেন শান্তনু মৈত্র। নায়িকার খুব একটা গুরুত্ব নেই ছবিতে, সেখানে নাকি কাস্ট করা হবে ছোটপরদার কোনও নবীন মুখকে।



■ ছবির মহরত অনুষ্ঠানে সকলে



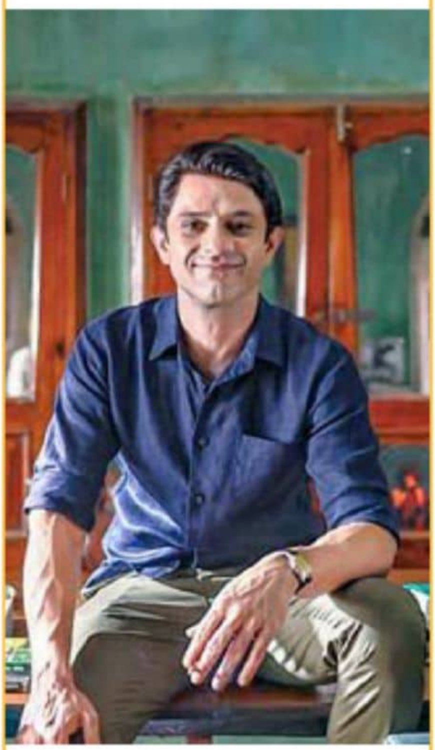
■ 'কেনেডি' সিরিজ়ের ঘোষণা পোস্টার। ইনসেটে জো ফ্যাসবেন্ডার।

কেনেডিদের অন্দরমহলে

কেনেডি পরিবার আমেরিকার সবচেয়ে চর্চিত রাজনৈতিক পরিবার। তাঁদের বিষয়ে আমেরিকার মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। কেনেডি পরিবারের অন্দরে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দেশপ্রেম যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে ট্র্যাজেডিও। তাই নেটফ্লিক্স এই পরিবারকে কেন্দ্র করে নিয়ে আসছে 'কেনেডি' নামের ড্রামা সিরিজ়। শোনা যাচ্ছে, ফ্রেডরিক লজেভলের লেখা 'জে এফ কে: কামিং অফ এজ ইন দি আমেরিকান সেঞ্চুরি' বই থেকে অনুপ্রাণিত এই সিরিজ়। প্রথম সিজ়ন কেন্দ্রীভূত জো কেনেডি সিনিয়রকে ঘিরে। এবং সেই ভূমিকায় চূড়ান্ত হয়েছে মাইকেল ফ্যাসবেন্ডারের নাম। শো-রানার এবং এগজ়িকিউটিভ প্রডিউসর স্যাম শ'-এর দাবি, ব্রিটিশদের কাছে 'দ্য ক্রাউন' যেমন, মার্কিনদের কাছে তেমনই হতে চলেছে 'কেনেডি'।

বাই বাই হেভন

হ্যাঁ, 'মেড ইন হেভন' সিরিজ়কে বাই বাই বলে বিদায় জানানোর সময় হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সিরিজ়ের অন্যতম মুখ্য চরিত্রাভিনেতা অর্জুন মাথুর জানিয়েছেন, তৃতীয় সিজ়ন আসবে না। প্রথম সিজ়ন ২০১৯ সালে এবং দ্বিতীয় ২০২৩-এ মুক্তি পেয়েছিল। অর্জুনের কথা অনুযায়ী, তিনিও এই প্রশ্ন শুনে শুনে বিরক্ত যে তৃতীয় সিজ়ন কবে আসবে। তৃতীয় সিজ়ন হওয়ার কোনও কথাই ছিল না। তাঁর কথায়, "এমনিতেই দ্বিতীয় সিজ়ন আনতে চার বছর সময় লেগে গিয়েছিল। পরেরটার জন্য চার-পাঁচ বছর লাগলে আমি তো একটা সিরিজ় করেই বুড়ো হয়ে যাব। একটি সিরিজ়ে আটকে থাকতে চাই না। তাই ভালই হয়েছে আর কোনও সিজ়ন আসছে না।"



■ অর্জুন মাথুর



■ পারফরম্যান্সের মাঝে শান

শানের কেরিয়ারের ২৫ বছর

নিজের কেরিয়ারের ২৫ বছর অতিক্রম করলেন শান। আর সেই উদ্দেশ্যে কলকাতায় আয়োজন করা হল 'দি ইনফিনিটি টুর'-এর। নিউটাউনে এক প্রেক্ষাগৃহে এই জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'তনহা দিল', 'চাঁদ সিফারিশ', 'জব সে তেরে ন্যায়না', 'মুসু মুসু হাসি' থেকে 'ম্যায়ঁ হুঁ ডন', 'কুছ তো হুয়া হ্যায়', শহর তিলোত্তমা ভেসে যায় সুর, আবেগ এবং নস্ট্যালজিয়ার ঢেউয়ে। মঞ্চে উঠে প্রথমেই শান তাঁর সমস্ত শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানান তাঁকে এতবছর ধরে ভালবাসার জন্য। "সঙ্গীত শুধু বিনোদন নয়, এটা ভালবাসার ভাষা", শানের কথা শুনে হাততালিতে মুখরিত হয় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। শো-এর মাঝে কিছুক্ষণের ব্রেক নিয়ে, মঞ্চে দাঁড়িয়েই ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে নিজের স্ত্রী রাধিকার সঙ্গে করওয়া চৌথের নিয়মাবলিও পালন করেন শান।



■ ডি অ্যাঞ্জেলো

প্রয়াত ডি অ্যাঞ্জেলো

গ্র্যামি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'ব্রাউন সুগার', 'মি অ্যান্ড দোজ় ড্রিমিং আইজ় অফ মাইন', 'ডেভিল্‌স পাই' ইত্যাদি। সেই জনপ্রিয় গায়ক ডি অ্যাঞ্জেলো চলে গেলেন ৫১ বছর বয়সে, ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মেনে। দীর্ঘদিন ধরে অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে ভুগছিলেন গায়ক। গায়কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শোকের পাশাপাশি চিন্তাও উপস্থিত হয়েছে তাঁর ছেলে মাইকেলকে নিয়ে। কারণ কয়েক মাস আগেই মাইকেল তাঁর মা অ্যাঞ্জি স্টোনকে হারিয়েছেন।



■ ব্রিটনি স্পিয়ার্স

সমস্যায় ব্রিটনি

কিছুদিন আগেই পপতারকা ব্রিটনি স্পিয়ার্সকে তার সঙ্গী পল সোলিজের সঙ্গে গাড়ি চালাতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি চার হাত এক হবে। কিন্তু এর মধ্যেও স্বস্তিতে থাকতে পারছেন না ব্রিটনি। কারণ তাঁর প্রাক্তন স্বামী কেভিন ফেডারলাইন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা 'ইউ থট ইউ নিউ'-এ ব্রিটনি এবং তাঁদের দুই ছেলে শন প্রেস্টন ও জেডেন জেমসের মধ্যেকার কিছু অস্বস্তিকর ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন। এবং সেখানে বলেছেন, ব্রিটনির মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই।

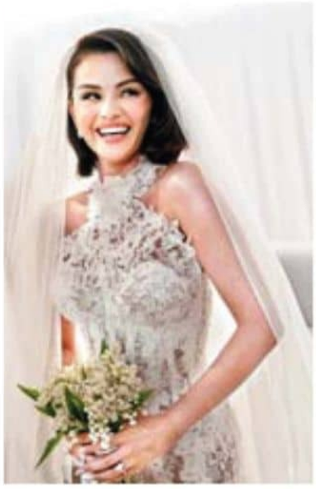


■ মার্গো রবি। (নীচে) ব্র্যাডলি কুপার

জুটি নিয়ে প্রত্যাশা

'ওশনস ইলেভেন' ২০০১ সালে হাইস্ট ড্রামা জঁরে একটা ঝড় তুলেছিল। পরবর্তীকালে 'ওশনস টুয়েলভ' (২০০৪), 'ওশনস থার্টিন' (২০০৭) এবং মহিলা স্পিন-অফ 'ওশনস এইট' (২০১৮) এটিকে একটি সফল ফ্র্যাঞ্চাইজ়ে পরিণত করেছে। এবার তৈরি হচ্ছে তারই প্রিকোয়েল। ছয়ের দশকের ইংল্যান্ডের পটভূমিকায় এই প্রিকোয়েল তৈরি হবে, লি আইস্যাক চুংয়ের পরিচালনায়। অর্থাৎ স্টিভেন সডারবার্গের হাতে পরিচালকের ব্যাটন আর থাকছে না। এই প্রিকোয়েলে দুই মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে মার্গো রবি এবং ব্র্যাডলি কুপারকে। নিঃসন্দেহে এই জুটির নেতৃত্বে 'ওশনস' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ে প্রিকোয়েল নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে দর্শকের মধ্যে।

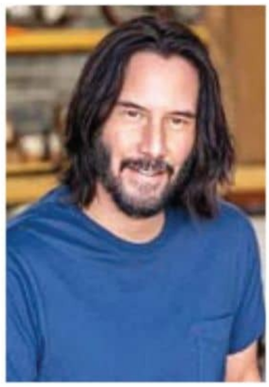




■ সেলেনা গোমেজ়

শুভস্য শীঘ্রম

একমাসও হয়নি স্যান্টা বারবারাতে স্বপ্নের মতো বাড়িতে বিয়ে করেছেন সেলেনা গোমেজ়। বেনি ব্লাঙ্কোর সঙ্গে একবছর প্রেম করার পরই বাগদান সেরে ফেলেছিলেন সেলেনা। বিয়েতেও দেরি করেননি। এবার শোনা যাচ্ছে মা হতে চান সেলেনা! তিনি নাকি পরপর বেশ কিছু কাজের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে 'উইজ়ার্ড অফ ওয়েভারলি প্লেস'-এর পরবর্তী কিস্তিও! তিনি নাকি বরাবর বাচ্চা ভালবাসেন এবং তাড়াতাড়ি মা হতে চান। ফলে কোনও কাজ হাতে রাখছেন না, যাতে কাজের চাপে পরিবার পরিকল্পনায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। তবে যে গতিতে তিনি এগোচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে পরিকল্পনা তিনি করেই ফেলেছেন।



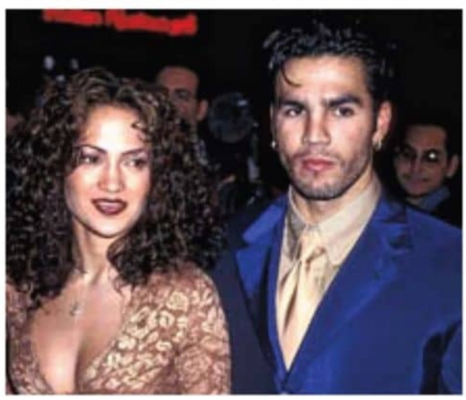
■ কিয়ানু রিভস

নামবদল

হলিউডে নাকি নাম বদলে দেওয়ার একটি রীতি প্রচলিত। কিয়ানু রিভস মাত্র ১৬-১৭ বছর বয়সে পেশাদার অভিনেতা হয়ে গিয়েছিলেন। টরন্টোতে একটি সিনেমা করার পর তিনি হলিউডে এক এজেন্টের সন্ধান পান, যিনি কিয়ানু নাম বদলের উপদেশ দিয়েছিলেন। কিয়ানু (মধ্যনাম 'চার্লস') তাঁর কথা শুনে 'কে সি রিভস' নাম নিয়েছিলেন। প্রথমে একটি-দু'টি ছবির ক্রেডিটে তাঁর সেই নামই রয়েছে। কিন্তু তারপর অডিশনে কেউ 'কে সি রিভস' বলে ডাকলে তিনি সাড়াই দিতেন না! ফলে মাসছয়েকের মাথায় আবার কিয়ানু নামেই অডিশন দেওয়া শুরু করেন। বুঝেছিলেন, নাম বদলে ভাগ্য বদলানো যায় না।

পাল্টা তির

হওয়ার্ড স্টার্নের চ্যাট শো-তে জেনিফার লোপেজ় সম্প্রতি বলেছিলেন, কোনওদিন ভালবাসা পাননি তিনি। কারণ তাঁর প্রাক্তনরা 'যোগ্য' ছিল না। তাতে ক্ষেপে গিয়ে তাঁর প্রথম স্বামী ওহানি নোয়া (বিয়ে টিকেছিল এবছরেরও কম) পাল্টা তির ছুড়লেন জে লো-র দিকে। তিনি ইনস্টাগ্র্যামে লিখেছেন, সমস্যাটা প্রাক্তনদের নয়, জে লো নিজেই এই সমস্যার কারণ। তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, পেশা নিয়ে জেনিফারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং যশ পাওয়ার লোভের কারণে তাঁদের সম্পর্ক ভেঙেছিল। আরও বলেছেন, জেনিফার তাঁকে 'চিট' করেছিলেন! এই প্রতারণা সহ্য করতে না পেরেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন ওহানি! জেনিফারের চারবার বিয়ে করা নিয়েও কটাক্ষ করেন ওহানি।



■ তখন বিবাহিত ওহানি ও জেনিফার



প্রাক্তনদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

‘অ্যানি হল’, ‘গডফাদার’, ‘ফাদার অফ দ্য ব্রাইড’, ‘সামথিংস গটা গিভ’ ছবিখ্যাত অভিনেত্রী ডিয়ান কিটন ৭৯ বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করলেন গত ১১ অক্টোবর। হলিউড তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত। তবে তাঁর দুই প্রাক্তন অ্যাল পাচিনো এবং উডি অ্যালেন স্মৃতির পাতা উল্টে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন ডিয়ানকে। অ্যাল পাচিনো ডিয়ানকে নিজের ‘সত্যিকারের প্রেম’ বলেছেন। এবং বলেছেন, তিনি আফসোস করেছেন যে একটা সময় তিনি ডিয়ানকে বিয়ে করতে রাজি হননি। উডি অ্যালেন বলেছেন, ডিয়ানকে প্রথম দেখেই তিনি প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরও তাঁদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। হলিউড যখন তাঁকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে বিদ্ধ করেছে, তখন একমাত্র ডিয়ান বলেছিলেন, “বন্ধু উডিকে আমি বিশ্বাস করি।” ফলে তাঁকে হারিয়ে অ্যাল এবং উডি মর্মাহত।

■ ডিয়ান কিটন



7/10

স্বার্থপর

চেনা গল্প, বাঙালিয়ানা এবং স্বস্তি

পরিচালনা: অন্নপূর্ণা বসু
অভিনয়: রঞ্জিত মল্লিক, কোয়েল মল্লিক, কৌশিক সেন, অনির্বাণ চক্রবর্তী, শাঁওলি চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ

সম্পত্তি এমন এক বস্তু, যার জেরে ভেঙে যায় গাঢ় রক্তের সম্পর্কও। তবে 'স্বার্থপর' ছবির ট্রেলার ভাইবোনের সম্পত্তি-সংক্রান্ত আইনি বিবাদের দিকে নির্দেশ করলেও, ছবির মূল উপজীব্য কিন্তু তা নয়। সৌরভ এবং অপর্ণার আপাত ভালবাসার সম্পর্ক একদিন হঠাৎই ধাক্কা খায় সর্বংসহা, ভালমানুষ বোনটি পৈতৃক ভিটের সমান ভাগ দাবি করলে। বোনের সদ্যজাগ্রত আত্মসম্মান এবং অধিকারবোধ বনাম দাদার জ্যেষ্ঠপুত্রের অহংকারের সঙ্গে দর্শক একাত্ম হতে বাধ্য। মূল প্রেক্ষাপট এটাই। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায়, এখানে পুরুষতন্ত্রকে বিভিন্ন স্তরে প্রশ্ন করা হয়। অপর্ণা চরিত্রটি আমরা সমাজে প্রায়ই দেখি। বাড়ির বৌ, মেয়েরা তো চোখ-কান বুজে বাড়ির পুরুষদের বিশ্বাস করে কত নথিতে, ব্যাঙ্কের কাগজে নির্দ্বিধায় সই করে দেয়, তাই না? স্বামীর সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে তাদের সংকোচ হয়, সন্তানকে ছেড়ে একদিন বাড়ির বাইরে সময় কাটাতে অপরাধবোধ কুরে কুরে খায়। অপর্ণা তেমনই এক চরিত্র। পেটে বিদ্যে থাকলেও সে নিজের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করতেই পারেনি কোনওদিন! অপর্ণার ভূমিকায় কোয়েল বিশ্বাসযোগ্য। অপর্ণার দ্বিধা, লজ্জা, সম্ভ্রম, বহির্জগৎ সম্পর্কে ভয়, নিজেকে অপদার্থ ভাবা... কোয়েলের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে সমস্ত দ্বিধা। আবার সেই অপর্ণা যখন আইনি লড়াইয়ে ধাপে ধাপে এগোয়, তখন বদলে গিয়েছে কোয়েলের শরীরী ভাষা। নিজের ক্রোধকে বশে আনতে না পারা সৌরভের চরিত্রে কৌশিককেও ভাল লাগে। যেভাবে সে বোনের চেয়ে ভগ্নিপতি, অর্থাৎ অপর একজন পুরুষকে বেশি কাছের ভাবে, তেমনটাও আকছার আমরা পরিবারে দেখি। দুঁদে উকিলের ভূমিকায় অনির্বাণ চক্রবর্তীও বেশ ভাল। তবে রঞ্জিত মল্লিক যখন-যখন পর্দায় আসেন ন্যায়নিষ্ঠ উকিল জি কে লাহা চরিত্রে, তাঁর দিক থেকে চোখ সরানো মুশকিল। কোর্টরুমের শেষ দৃশ্যে তাঁর মোনোলগটি বোধহয় অন্য কারও মুখে মানাত না। কারণ আটের দশক থেকে বাংলা সিনেমায় তিনিই বিবেক হয়ে বাঙালিকে আয়না দেখিয়েছেন। নবাগত পরিচালক অন্নপূর্ণা এই ছবির ক্ষেত্রে কোনও গিমিক বা ছল-কপটের আশ্রয় নেননি। বক্সঅফিসে কেল্লাফতে করার জন্য অবাস্তব উপাদানে ভর করেননি। নিটোল একটি বাঙালি পরিবারের গল্প বলেছেন, যা প্রবীণ এবং নবীন প্রজন্মের বিশ্বাসযোগ্য লাগবে। প্রশংসনীয় লাগে তাঁর কৌশিক এবং কোয়েলের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি যেভাবে শিশুশিল্পী বেছেছেন তাদের ছোটবেলা দেখানোর ক্ষেত্রে। কিছু-কিছু দৃশ্যে নাটকীয়তা একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা। সঙ্গীতেও নতুন কিছু পাওয়া যায় না।

শেষটাও পরিচালক ভালমানুষীর জাদুদণ্ডে লিখতে চেয়েছেন, ফলে তা যেন অনুমেয় মনে হয়। তবে অল্পগন্ধযুক্ত বাংলা ছবি যেভাবে পুজোর বাজার গ্রাস করেছিল, তার থেকে 'স্বার্থপর' মুক্তি দেয়। উৎসবক্লান্ত শহর কলকাতা যেমন হেমন্তে এসে প্রাণভরে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়... তেমনই।



হোমবাউন্ড

7.5/10

সত্য যখন সুন্দর

পরিচালনা: নীরজ ঘেওয়ান
অভিনয়: ঈশান খট্টর, বিশাল জেঠওয়া, জাহ্নবী কপূর

যে-ছবির কার্যনির্বাহী নির্দেশক মার্টিন স্করসেসি, তা নিয়ে উৎসাহ থাকবেই। ছবিটি অস্কারে ভারতের এবছরের অফিশিয়াল এন্ট্রি। ‘হোমবাউন্ড’ বহুচর্চিত ছবি হওয়া সত্ত্বেও পুজোর বাংলা ছবির ঝড়ে শহর কলকাতায় স্ক্রিন পায়নি। তবে ঝড় শান্ত হতেই চুপচাপ শো বেড়েছে ছবির। কারণ পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার অমানবিক সংগ্রাম তো বেশিদিন আগের কথা নয়! সুরতের সুতোকলে কর্মরত মধ্যপ্রদেশবাসী চন্দন এবং শোয়েব কোভিডকালে নিজেদের গ্রামে ফিরতে চায়। পথে কখনও তারা প্রত্যাখ্যাত হয়, কখনও প্রতারিত। একটা সময় চন্দন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলে। তাঁকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলে শোয়েব। এমন দৃশ্য খবরের কাগজে আমরা পড়েছি, ছবিতে দেখেছি। কিন্তু বন্ধুত্বের যে ছোট-ছোট গল্পগুলো শুনতে পাইনি, তা-ই ‘হোমবাউন্ড’। নিম্নবর্ণের চন্দন সমাজের কাছে কোনওদিন সম্মানিত হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর পর নিজের গ্রামে গাছের ছায়ায় তার শান্তিশয়ান অনেকটা ‘অভাগীর স্বর্গ’র কথা মনে করিয়ে দেয়। এবার আসি সমস্যার কথায়। এই গোটা ঘটনায় সরকারের ভূমিকাকে কোনও প্রশ্ন করে না ছবিটি। ঈশান এবং বিশাল ছবির প্রাণ, কিন্তু জাহ্নবীর তেমন কোনও ভূমিকাই নেই! নারী চরিত্রটিকে একটু যত্ন নিয়ে লেখা যেত না?

একই বিষয়ে নির্মিত অনুভব সিনহার ‘ভিড়’ ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি। কিন্তু ‘হোমবাউন্ড’ প্রেক্ষাগৃহে নিজস্থান দাবি করে বুঝিয়ে দিল, প্রেক্ষাগৃহ শুধু দামামা বাজানোর জন্য নয়। শান্ত হয়ে আত্মোপলব্ধির ছবি দেখারও দর্শক রয়েছে। কোটি টাকার ব্যবসার পাশে মেধার জোর ম্লান হলেও তার সৌন্দর্যই আলাদা।



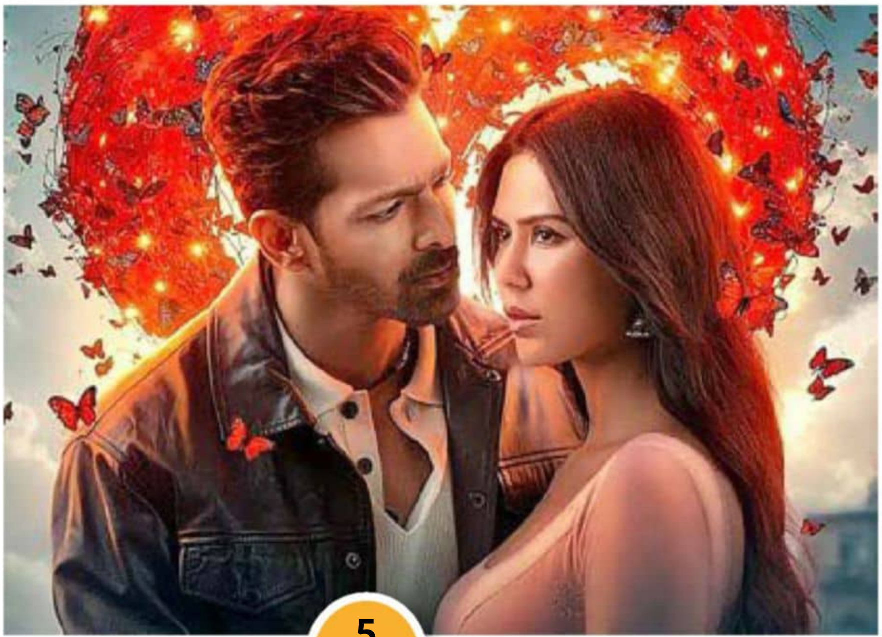
থামা

6/10

ওয়ান টাইম ওয়াচ

পরিচালনা: আদিত্য সরপোতদার
অভিনয়: আয়ুষ্মান খুরানা, রশ্মিকা মন্দানা, নওয়াজ়উদ্দিন সিদ্দিকি

বক্স অফিসে হরর কমেডি ছবি যে হিট ফর্মুলা, তা প্রথম দেখিয়েছিল ‘স্ত্রী’। সেই সুপারন্যাচারাল হরর কমেডি জঁর ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে তাতে একাধিক সংযোজন হয়েছে, যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ ‘থামা’। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩-এর সঙ্গে সাম্প্রতিক দিল্লির দুই ভিন্ন প্রেক্ষাপট। আর দুয়ের যোগসূত্র বেতাল। ছবিতে আয়ুষ্মান খুরানা-রশ্মিকা মন্দানার প্রেম যেমন উপজীব্য, তেমনই বেতালের সামাজিক প্রেক্ষাপট, জনশ্রুতির সঙ্গে তারা কীভাবে জড়িয়ে... সব বলতে বলতে গল্প এগিয়েছে। গল্পের শুরুতে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩-এর প্রেক্ষাপট। সেখানে গ্রামবাসীদের বারণ না শুনে জঙ্গলে প্রবেশ করে এক সাহেব ও তার দলবল। এবং সে শিকার হয় বেতালের। বেতাল দলের নেতা যক্ষসেন (নওয়াজ়উদ্দিন)। তাঁকে দেখতে অন্যরকম লাগলেও, ছবিতে সে ভাবে যেন ইমপ্যাক্ট তৈরি হল না। এরপরেই গল্প পৌঁছয় দিল্লিতে। এক সাংবাদিক অলোক (আয়ুষ্মান) ও এক বেতাল তাড়কার (রশ্মিকা) প্রেম ও বেতালদের জীবন নিয়ে গল্প এগোতে থাকে। ট্রেকে বেরিয়ে ভাল্লুকের আক্রমণের মুখে পড়ে অলোক। তাকে বাঁচায় তাড়কা। শুরু হয়, যাকে ছবির ভাষায় বলা যেতে পারে, ‘ব্লাডি লাভ স্টোরি।’ ছবির কিছু কিছু দৃশ্য বেশ ভাল। যেমন জ্বলন্ত কয়লার উপর দাঁড়িয়ে লোকনৃত্যের মাধ্যমে রক্তবীজ-এর কাহিনি তুলে ধরেছেন পরিচালক। তবে পুরো সিনেমা দেখতে দেখতে মনে হয়, ম্যাডক ফিল্মসের কাছে বোধহয় হরর-কমেডি ইউনিভার্স তৈরি বেশি জরুরি। তা করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে গল্প চলে যায় পিছনের সারিতে। আয়ুষ্মান-রশ্মিকার প্রেমের দৃশ্যও দীর্ঘায়িত লাগে মাঝেমাঝে। যক্ষসেনের সারা পৃথিবী শাসন করার ইচ্ছে, তাড়কার সেই ইচ্ছেপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ানো, বেতালদের সিক্রেট কমিউনিটি...লোককথার এত রসদ থাকলেও জমাট বাঁধল না গল্প। ছবির প্রথম অর্ধ কিছুটা স্লো। তবে অ্যাকশন দৃশ্য, সিনেমাটোগ্রাফি, ভিএফএক্সের কাজ অত্যন্ত উচ্চমানের। কমেডি মাঝে মাঝে একটু দুর্বল লেগেছে। অভিনয়ে আয়ুষ্মান বরাবরই ভাল। মন্দ নয় রশ্মিকাও। স্বল্প পরিসরে ভাল লেগেছে ফয়জ়ল মালিককেও। বরুণ ধওয়ান ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পরিকল্পনামাফিক আনা হয়েছে ছবিতে।



এক দিওয়ানে কী দিওয়ানিয়ত

5/10

জমল না

পরিচালনা: মিলাপ মিলন জ়াভেরি
অভিনয়: হর্ষবর্ধন রানে, সোনম বাজওয়া

তীব্র প্রেমের গল্প সঙ্গে লোককথা, এই মিশ্রণে তৈরি হয়েছে মিলাপ মিলন জ়াভেরির নতুন ছবি ‘এক দিওয়ানে কী দিওয়ানিয়ত’। ‘সনম তেরি কসম’-এর রি-রিলিজ়ের পর থেকে এমনিতেই হর্ষবর্ধনের একটা চাহিদা রয়েছে বিশেষ করে ইয়ংস্টারদের মধ্যে। ছবির গল্প বিক্রমাদিত্য (হর্ষবর্ধন) এবং অদাকে (সোনম) নিয়ে। বিক্রমাদিত্য পেশায় একজন রাজনীতিবিদ এবং সে অদার প্রেমে পড়ে। অদা একজন স্বাধীনচেতা মেয়ে, যে মনে করে, কারও সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কে থাকা মানেই তার নিয়ন্ত্রণে জীবনযাপন করা নয়। অদা চায় নিজের মতো করে বাঁচতে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য ধীরে-ধীরে অদাকে নিয়ে অবসেসড হয়ে যায়। এই নিয়েই অস্থিরতা শুরু হয় গল্পে। প্লট ভাল হলেও ছবির এগজ়িকিউশন বেশ দুর্বল। অগত্যা ছবিটি কোথাও গিয়েই জমাট বাঁধে না। অভিনয়ের ক্ষেত্রে হর্ষবর্ধন মন্দ নয়, কিন্তু সোনম বেশ আড়ষ্ট। ছবির মিউজ়িকও তেমন ভাল নয়।



সানি সংস্কারী কি তুলসি কুমারী

5/10

মজাদার গল্প

পরিচালনা: শশাঙ্ক খৈতান
অভিনয়: বরুণ ধওয়ান, জাহ্নবী কপূর, সানয়া মলহোত্র, রোহিত শ্রফ

রোম্যান্টিক ঘরানার ছবি কমেডিতে ভরপুর। এমন ছবি অনেকেরই প্রিয়। চিত্রনাট্য হয়তো মন ভরাতে পারে না। কিন্তু যুক্তি ছাড়া এরকম ছবি দেখতে গেলে মন্দ লাগে না। শশাঙ্ক খৈতানের এই ছবি ঠিক সেরকমই। প্রেমে ভরপুর একটা ছবিতে যথাযথ কমিক টাইমিং বজায় রেখে, মশলাদার ছবি তৈরি করেছেন তিনি। এই প্রথম নয়, ‘বদ্রিনাথ কি দুলহনিয়া’, ‘হাম্পটি শর্মা কি দুলহনিয়া’, সেই একই ঘরানার ছবি। প্রেম, মজা, চমক। এই ছবির প্রতি দর্শকদের খানিক ভরসা থাকার কথা। নতুন প্রজন্মের চার অভিনেতা এবার একসঙ্গে। কেন্দ্রবিন্দুতে বরুণ এবং জাহ্নবীকে রাখলেও, এই দৌড়ে এগিয়ে থাকেন রোহিত ও সানয়া। সানয়া নিজের চরিত্রকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বলা ভাল, তাঁর অভিনয়ের জন্যই ‘অনন্যা’ চরিত্রটি অন্য মাত্রা পায়। ‘সানি’র চরিত্রে যে জনপ্রিয়তা বরুণের পাওয়ার কথা, তার ৮০ শতাংশ নিয়েছেন রোহিত। ভাল চরিত্র পাওয়ার জন্য জাহ্নবীর প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। পরিচালক অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। ঠিক যেখানে গিয়ে গল্প একঘেয়ে লেগেছে, সেখানেই কমেডি দৃশ্যের প্রবেশ ঘটেছে। সঙ্গে মজাদার সংলাপ। তবে চিত্রনাট্য যে দুর্বল, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। গানগুলো মজাদার। যদিও আসল চমকের জন্য ‘ডিম্পল-ঋষি’র ফ্যানদের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু এই ধরনের ছবির ক্ষেত্রে গল্পে যৌক্তিকতার অভাব থেকেই যায়, যা কাম্য নয়।

মিলে সোনামুখী গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন। সঙ্গীত নিয়ে বিশেষ গবেষণা করছেন তাঁরা। সেই প্রয়োজনেই নিশিগন্ধার কণ্ঠের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। নিশিগন্ধা রবীন্দ্রনাথের পরমপ্রিয় গায়িকা। যদিও নিশিগন্ধা এখন 'নিশি', অতৃপ্ত আত্মা। প্রতিশোধপরায়ণ নিশিকে ঘিরেই এই ভৌতিক গল্প। মূল চরিত্রে সৃজা ও সুরঙ্গনা। শেষ কয়েক বছরে ভৌতিক সিরিজ় ও ছবিতে সুরঙ্গনার উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এই গল্পে তাঁর বিশেষ কিছু করার নেই। সিরিজ়ের অধিকাংশ সময় সুরঙ্গনা ঘোমটার আড়ালেই রয়ে গেলেন। সৃজার এটা প্রথম ওয়েব সিরিজ়। তাঁর অভিনয়ও বোঝার সুযোগ সীমিত। কারণ চিত্রনাট্যে খামতি ছিল অনেক। চেনা গল্প, চেনা চমক... সিরিজ়ের শুরুটা দেখতে ভাল লাগবে। মিল পাওয়া যাবে অনেক ছবির সঙ্গে। কিন্তু শেষের দিকে তা থ্রিলারে পরিণত হবে। তাতেও কোনও বিশেষ মোড় ঘোরানো চমক নেই। সৃজা, সুরঙ্গনার পাশাপাশি প্রায়-নবাগত অভিনেতারা চেষ্টা করেছেন, নিজেদের জায়গায় যথাযথ থাকতে। প্রতিটি পর্ব কম দৈর্ঘ্যের হওয়ায় চোখের ক্লান্তি কম। রবীন্দ্রনাথের গানগুলো সেই স্বল্প পর্বে খানিক রসদ জোগায়। তবে বাংলায় তো খুব কম ভৌতিক সিরিজ় হয়। তাই সেগুলো নিয়ে একটু চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে টেনে এনে বিশেষ আবেগ বাড়ানো হাস্যকর।



সার্চ: দ্য নয়না মার্ডার কেস

5/10

অভিনয়ই মূল

পরিচালনা: রোহন সিপ্পি
অভিনয়: কঙ্কনা সেন শর্মা, সূর্য শর্মা, শিব পণ্ডিত, ধ্রুব সেহগল, নাভেদ আলম, ইরাবতী মায়াদেব

পুলিশ স্টেশনে কাজের শেষ দিনে সংযুক্তা দাস (কঙ্কনা) একটি অদ্ভুত কেসে জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় এক রাজনীতিবিদের গাড়িতে একটি মৃত মেয়েকে পাওয়া যায় এবং সেই কেসের তদন্ত করতে নেমে সংযুক্তা সমাজের অন্ধকার দিকের পাশাপাশি সন্তান পালনে আধুনিক বাবা মায়ের ভূমিকাকেও নতুনভাবে আবিষ্কার করে। ছয়টি পর্বের এই সিরিজ়ে রোহন সিপ্পি বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে একটি গল্পকে তুলে ধরেছেন, যাতে হয়তো প্রচুর টুইস্ট নেই, কিন্তু একটি স্লো বার্নার হিসেবে কাজ করে। সমাজ, বন্ধু ও রাজনীতিকে থ্রিলারের ধাঁচে বহু সিরিজ়ই এর আগে দেখিয়েছে, কিন্তু যেভাবে সংযুক্তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এই কেসের খুঁটিনাটি সুতো তৈরি করে, তা দেখতে বেশ লাগে। এই সুতো এবং ছেলেমেয়ের প্রতি বাবা-মায়ের অন্ধ বিশ্বাস সিরিজ়টিতে ভিন্ন মাত্রার আলো ফেলে। তাছাড়া অভিনয় তো আছেই। কঙ্কনার অভিনয় অনবদ্য। সূর্যকেও বেশ লাগে। শুধু অভিনয়ের জোরেই এই সিরিজ় উতরে যায়, কিছু খটকা সত্ত্বেও।



4.5/10

নিশির ডাক

ভয় নেই

পরিচালনা: জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: সৃজা দত্ত, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যম ভট্টাচার্য, ঋক চট্টোপাধ্যায়

প্রতি ভূত চতুর্দশীতে হইচই-তে ভৌতিক সিরিজ় আসবেই। একেবারে নিয়মমাফিক। এবারেও সেই নিয়মে বাধা পড়েনি। কিন্তু ভৌতিক সিরিজ় আসলে কতটা গা ছমছমে, তা নিয়ে চিন্তা থাকে প্রতিবারই। পরিচালক হিসেবে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বরাবরই ভাল গল্প বোনেন। 'নিশির ডাক'-এও ভাল গল্প রয়েছে। কিন্তু সেই গল্প খুবই চেনা। ছয় বন্ধু

অহং বৃথাই মায়া

লেটেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

ইন্ডাস্ট্রিতে এখন মিস্টার ইন্ডিয়ার ছড়াছড়ি। বাবুবিবিরা শীতের আগমনী গান গেয়ে উষ্ণতার আগুনে নিজেদের সেঁকে নিতে সঙ্গী খুঁজে নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেসব বন্ধু আড়ালে থাকতেই ভালবাসে। কেন, বোঝেন না? আঙুরের নেটওয়ার্ক যেরকম সবদিকে ছড়ানো, তাতে তো তারাদেরই ওষ্ঠাগত প্রাণ! প্রিয় পত্রিকার পাতা উল্টে তারা প্রথমে আমার কলামই পড়ে। দেখে, তাঁদের কোনও কেচ্ছাকাহিনি ফাঁস হয়ে গেছে কি না। তাই এখন তারা নিজেদের কীর্তি নিয়ে আর বেশি গদগদ হওয়ার তাগিদ দেখাচ্ছে না। কলঙ্ক লাগার ভয়ে। কিন্তু তাতে কি আর আঙুরের হাত থেকে রেহাই পায়! তারা তো ভুলে যায়, যতই লুকোনোর চেষ্টা করুক, তাদের আমিত্বে ভোগা রোগই সব খবর বাইরে এনে দেয়। কখন যে ঘরের কোণ থেকে কুড়ুল খুঁজে এনে, নিজেই তাতে লাথি কষিয়ে দেয়, তারা নিজেরাও বুঝতে পারে না। যাই হোক, মূল গল্পে আসি। আমিত্ব নিয়ে কথা হচ্ছে যখন, তখন মিস আমিআমিকে দিয়েই শুরু করা যাক। রাজনীতির আঙ্গিনা ছাড়ার পরে এখন মিস আমিআমি বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্তত ভাবগতিক তেমনই। সোলো ট্রিপ করছে। একা একা ছবি তুলছে। মানে সিঙ্গল লাইফ সেলিব্রেশন আর কী। কিন্তু তার মিঙ্গল হওয়ার খবর যে ইতিমধ্যে বাইরে চলে এসেছে, সেটা কি সে জানে? শহরের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিস আমিআমির প্রেম এখন ভূমিকম্প কবলিত সমুদ্রপৃষ্ঠের মতো। ভিতরের কম্পনে ঢেউ ফুলেফেঁপে উঠছে, কিন্তু সেই কম্পন বাইরে দেখাতে পারছে না। এইসব সোলো ট্রিপে সে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেমিকের সঙ্গেই যায় এবং তাকে দিয়ে ছবি তোলায়। সেসব ছবিতে প্রেমিক থাকে না, যাতে মিস আমিআমি অহং এবং সিঙ্গলহুডের জয়ধ্বজা পতপত করে উড়তে পারে। এক অবস্থা হয়েছে ঝিনুকমালারও। ডাকাতরানির চরিত্রে অভিনয় করার সময়ে সেই ছবির পরিচালকের সঙ্গে বেশ প্রেম প্রেম একটা ভাব জেগে উঠছিল তার। তবে ছবি শেষ, সেই প্রেমও শেষ। এমনিতেই ঝিনুকমালা ঘরপোড়া গরু। প্রেমের সিঁদুরে মেঘ দেখলেই কলঙ্কের ভয়। তাই সে এক অদৃশ্য সঙ্গীর বাহুডোরে বদ্ধ হয়েছে ইদানীং। চুপিচুপি। সেই ছায়া-মানুষ ঝিনুকমালার শুটিং সেটে গিয়ে বসে থাকে। মাচায় গিয়ে পাহারা দেয়। আর শো শেষ করলে নায়িকাকে গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে আসে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এখন সেই অতিব সুন্দর ছায়া-মানুষই ঝিনুকমালার মনের মসনদে রাজস্তব করে বসে আছে।

তবে ভাববেন না, খালি প্রেম নিয়েই এত লুকোচুরি। আমাদের ভিকট্রিবাবুর অহং কি আর এসব তুচ্ছ প্রেম-পিরিতে বাঁধা পড়ে? সে বড় তারকা। সেখানে সে তার বন্ধুকেও ছাড়ে না। আসলে হয়েছে কী, ভিকট্রিবাবু এবং পরিচালক রুদ্র আশীর্বাদ বেশ বন্ধু বন্ধু ভাব করে থাকে। একসঙ্গে তাস-পাশা খেলে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিচালক তার মতো তারকাকে নিজের ছবিতে নেয়নি বলে, ভিকট্রির একটু দুঃখ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, রুদ্র আশীর্বাদ অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছে। তাই সে মুখে কিছু না বললেও, মনে সব রাগ পুষে রেখেছিল। তাই রুদ্র যখন তাকে সত্যিই সিনেমার অফার দেয়, তখন সে ঝোপ বুঝে কোপ মারে। দ্বিগুণ পারিশ্রমিক চেয়ে বসে, যাতে পরিচালক অপারগ হয়ে তার সঙ্গে কাজ করতে না পারে। এতে ভিকট্রির অহং দারুণ তৃপ্ত হয়েছে। 'কেমন দিলাম' ভাব করে সে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু ভিকট্রির স্তাবকদল বুঝে পাচ্ছে না, এতে আদতে ক্ষতিটা ঠিক কার হল!





মারের চোটে
সাইকেল থেকে ছিটকে
পড়ল পোষা!
কে মারল? কেন মারল?
রাজ্য-রাজনীতি-সমাজের সাম্প্রতিক চিত্র
নিয়ে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর লেখা নতুন
ধারাবাহিক উপন্যাস
‘বাবলগাম’
পড়ুন ‘আরও সাহিত্য’-র
উপন্যাস বিভাগে।
একদিন অন্তর নতুন পর্ব।
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও
আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

ANANDALOK 27 OCTOBER 2025 RNI NO.27039/74 INR 35.00